ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 January, 2021 ■ আগরতলা, ৪ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১৯ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা


# কোভ্যাক্সিন ও কোভিশিল্ড করোনা প্রতিষেধককে অনুমোদন দিল ডিসিজিআই, সাধুবাদ জানাল ‘হু’

**নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি. স.)।।** জরুরী পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং ভারত বায়োটেকের করোনা প্রতিষেধককে ছাড়পত্র দিল ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডি সি জি আই)।

রবিবার সকালে বিবৃতি জারি করে ডিসিজিআইয়ের তরফে ভিজি সোমানি জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত পরীক্ষার পর সিডিএসসিও বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মেনে নিয়ে সেরাম এবং ভারত বায়োটেককের করোনা প্রতিষেধককে জরুরী পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে। পাশাপাশি ক্যাডিলা হেলথকেয়ারকে তৃতীয় দফার ট্রায়ালের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। প্রতিষেধক ১০০ শতাংশ নিরাপদ হলেই তবেই ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতে ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে করোনা ভাইরাসের নতুন স্ট্রেন। অন্যদিকে চলতি মাসেই প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যাবে ভারতে। বর্তমানে এখন গোটা দেশে প্রতিষেধকের ড্রাই রান চলছে।

জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের ছাড়পত্র পেয়েছে ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিন। অনুমোদন পেয়েছে অক্সফোর্ড ও অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনা ভ্যাকসিন কোভিশিল্ডও। ডিজিসিআই দেশে জোড়া করোনা প্রতিষেধককে অনুমোদন দেওয়ার এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

জরুরী পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ও সীমিত ব্যবহারের জন্য সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং ভারত বায়োটেকের করোনা প্রতিষেধককে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, অনুপ্রেরণাদায়ক লড়াইকে শক্তিশালী করতে নির্ণায়ক বাঁকে এসে পৌঁছেছে। স্বাস্থ্যকর এবং করোনা মুক্ত রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, ভারত বায়োটেকের প্রতিষেধককে ছাড়পত্র দিয়েছে ডি সি জি আই। ভারতকে অভিনন্দন। আমাদের পরিশ্রমী বৈজ্ঞানিক এবং উদ্ভাবনকারীদের অনেক বেশি অভিনন্দন। প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে স্বদেশে নির্মিত এই দুই প্রতিষেধককে ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিকদের অঙ্গীকারের পরিচয় বহন করছে এই সাফল্য। সেবা এবং ভালোবাসা মূল গুড়ির মধ্যে এই সাফল্য নিহিত।

বৈজ্ঞানিকদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মী ও ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়রদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় একজন নিহত আহত চার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চুড়াইবাড়ি/ উদয়পুর।। ৩ জানুয়ারি।।** রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। টাকার চলার ঘনিয়ামারায় অটো দুর্ঘটনা এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। আহত মহিলাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে টাকারজলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় টাকারজলা হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও শেষ রক্ষা করা যায়নি। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মহিলার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় মৃত মহিলার নাম সুস্মিতা দেববর্মা।তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে নতুন বাজার থেকে অমরপুর আসার পথে বাইক দুর্ঘটনায় আহত আরও এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম শাসন কুমার জমাতিয়া। জানা গেছে ওই যুবক বাইক নিয়ে নতুন বাজার থেকে অমর পড়ে তার বাড়িতে ফিরছিল। তখন ঐ বাইক নিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই যুবক। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে অমরপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে আগরতলা মোহনপুর সড়কের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে বিশালগড়ে গুরুতর আহত তিনজন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** বিশালগড় এর পরিমল চৌমুহনী এলাকায় গতকাল রাত ৯টা নাগাদ ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন তিনজন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সুশীল দাস মুন্না দাস সহ ৩ জন বাইকে করে আগরতলা থেকে নলছড় এর দিকে যাচ্ছিলেন।

রাত ৯ টা নাগাদ বাইকটি পরিমল চৌমুহনী এলাকায় পৌঁছলে কতিপয় ছিনতাইকারী আটক করার চেষ্টা করে।বাইকের পথ আগলে দাঁড়ালে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হন। সেখান থেকে ছিনতাইকারীরা তাদের ব্যাগসহ কিছু জিনিসপত্র ছিনতাই করে নিয়ে যায়।পথচারীরা তাদেরকে বাইক নিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে থাকতে দেখে দমকল বাহিনীকে খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে ছিনতাইকারীদের কোনো খোঁজ পায়নি পুলিশ।

উল্লেখ্য বিশালগড়ের সিপাহী জলা সংলগ্ন এলাকাতেও প্রায় সময় এ ধরনের ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে চলেছে।পরপর এসব ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় সড়কপথে রাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াত রীতিমতো আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওইসব এলাকায় পুলিশের টহল বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে।

কেননা অনেকেই জরুরী ভিত্তিতে ওই রাস্তা দিয়ে রাতে যাতায়াত করতে হয়। ছিনতাইকারীরা যেভাবে একের পর এক ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে তাতে রাতে ওই সব রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যেত আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। চক্রটিকে যেকোনো মূল্যে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে রাজধানী আগরতলা সংলগ্ন সিদ্ধি আশ্রম এলাকায় এক মহিলা পথচারীর গলার সোনার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছে দুই ছিনতাইকারী। বাইকে করে তারা ছুটে গিয়ে ছিনতাই করে পালায়। সিসিটিভির ক্যামেরায় তাদের চিত্র ধরা পড়লেও পুলিশ অন্ধকারে হাতরাচ্ছে।

## সোনামুড়ায় গরু চড়াতে গিয়ে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু চাষীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** সোনামুড়া মেলাঘর থানা এলাকার ইন্দ্রকুমার ভিলেজে গরু চড়াতে গিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সুধন দেববর্মা নামে এক ব্যক্তি গরু চড়াতে গিয়েছিলেন।সন্ধ্যা নাগাদ যথারীতি গরু গুলি বাড়িতে ফিরে আসলেও গরুর মালিক সুধন দেববর্মা বাড়িতে ফিরে আসেননি। তাতে পরিবারের লোকজনদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। খোঁজাখুঁজি শুরু করেন এলাকাবাসী।

পরদিন সকালবেলা সেখানকার একটি থেকে নিখোঁজ সুধন দেববর্মার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। কিভাবে কুয়োতে পড়ে তার মৃত্যু হল সে প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করে মৃতদেহটি কুয়াতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে মেলা ফর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি মেলাঘর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহটি ইন্দ্রকুমার ভিলেজে নিয়ে যাওয়া হলে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।সুধন দেববর্মা নামে ওই ব্যক্তির মৃত্যুর আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য এলাকাবাসীর জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

## বিলোনিয়ায় মাটি চাপায় মর্মান্তিক মৃত্যু এক ব্যক্তির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার ত্রিপুরা বাজারে মাটিচাপায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। মাটি চাপায় মৃত শ্রমিকের নাম বাবুল দেবনাথ।মৃত শ্রমিকের বাড়ি ঈশানচন্দ্র নগর পঞ্চায়েত এলাকায়।

সংবাদসূত্রে জানা গেছে ত্রিপুরা বাজার এলাকায় একটি মাটির কোয়ারিতে ড্রজার দিয়ে মাটি কাটার কাজ চলছিল। বাবুল দেবনাথ নামে ওই শ্রমিক সেখানেই কাজ করতো। ড্রজার দিয়ে মাটি কাটার সময় হঠাৎ জেলার মাটি ধসে পড়ে। তখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ধর্মনগরে দুঃসাহসিক চুরি, উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে রানা প্লাজা নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে রানাপজা নামে ওই ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান সাঁটার কেটে ভিতরে ঢুকে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে।

জানা গেছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক অসুস্থ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছিলেন না। ম্যানাজার ও সেদিন ওই প্রতিষ্ঠানে যাননি। সকালবেলা স্থানীয় লোকজনরা লক্ষ করেন রানা প্লাজার শাটারের তালা ভাঙ্গা। তখন খবর পাঠানো হয় রানা প্লাজার মালিক এবং ম্যানেজারকে।

বিষয়টি ধর্মনগর থানার পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।রানা প্লাজা কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বামুটিয়ায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট, নিগমের অফিসে ভাঙচুর চালাল ক্ষুব্ধ জনতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** বামুটিয়া বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে গতকাল রাতে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে। তাতে বিদ্যুৎ নিগমের সাইনবোর্ড এবং একটি গাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে এলাকায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠান চলাকালে বিদ্যুৎ না থাকায় ক্ষুব্দ হয়ে কতিপয় লোকজন বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে এসে এ ধরনের হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা সংঘটিত করেছে।

অপর একটি সূত্রে জানা গেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালে বিদ্যুৎ না থাকায় এলাকাবাসীর তরফ থেকে বিদ্যুৎ অফিসে ফোন করা হয়। কিন্তু অপর দিক থেকে কোন উত্তর মিলছে ছিলনা। তখন ঐ ক্ষুব্দ হয়ে কতিপয় লোকজন বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে গিয়ে সেখানেও লোকজনদেরকে না পেয়ে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করেছে।এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষ থেকে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।

স্থানীয় জনগণের অভিযোগ বামুটিয়া এলাকায় প্রায় সময়ই বিদ্যুৎ থাকেনা। বিশেষ করে রাতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিলে বিদ্যুৎ সাহা এর জন্য কোন বিদ্যুৎ কর্মীকে পাওয়া যায় না। ফলে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রাত কাটাতে হয় এলাকাবাসীকে। সীমান্তবর্তী এলাকা গুলিতে রাতে বিদ্যুৎ না থাকলে চুরের উৎপাত বৃদ্ধি পায় বলে অভিযোগ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মুঙ্গিয়াকামীতে ধৃত জঙ্গীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকা থেকে আটক এনএলএফটি জঙ্গি আমাকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ। উল্লেখ্য মঙ্গিয়া কামি থানার পুলিশ মন্টু দেববর্মা নামে ওই জঙ্গিকে আটক করে খোয়াই জেলা আদালতে সোপর্দ করে।আদালত থেকে তাকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তাকে আগামী চৌঠা জানুয়ারি পুনরায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।থানা সূত্রে জানা গেছে আটক জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জঙ্গি সন্ত্রাস জনিত কার্যকলাপ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য মিলেছে। সে অনুযায়ী পুলিশের তৎপরতা শুরু করেছে বলে জানা যায়।উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মজলিশপুর কেন্দ্রে চক্রান্তের প্রতিবাদ জানাতে বাইক রেলি ঃ সুশান্ত চৌধুরী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** মজলিশপুর বিধানসভা এলাকায় শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কাজিয়া চরম আকার ধারণ করেছে।শাসক দলের সংস্কারপন্থী নামধারী বিধায়ক যুবনেতা সুশান্ত চৌধুরী মজলিশপুর বিধানসভা এলাকায় আজ ছাত্র-যুবকদের নিয়ে এক বাইক রেলী সংগঠিত করেন।বাইক রেলিটি কলাবাগান এলাকা থেকে শুরু করে মজলিশপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

রেলির অগ্রভাগে ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রেলিতে অংশ নিয়ে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যুবনেতা সুশান্ত চৌধুরী বলেন যারা মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রকে দুর্বল করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তারা এ ধরনের রেলিতে সামিল হয়েছেন। এই রেলি থেকে স্বৈরাতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পেনশনের দাবী জানাল অফারপ্রাপ্ত বেকাররা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** রবিবার স্টুডেন্ট হেলথ হোমে ত্রিপুরা রাজ্য অফার প্রাপ্ত বেকার সংগঠনের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ১৯৯২-৯৩ সালে শিক্ষা দপ্তরের অফার প্রাপ্তদের মধ্যে তৎকালীন চাকরি চলে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। আলোচনার পর সংগঠনের সভাপতি অলক রঞ্জন গোস্বামী জানান, ১৯৯২-৯৩ সালে প্রায় তিন হাজার পাঁচশো জন শিক্ষা দপ্তরে চাকরি পেয়েছিলেন।

কিন্তু বিরোধী দলের হওয়াতে অফার প্রদান করার পরও তাদের চাকুরিতে যোগদান করতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু ২০১৮ মার্চ মাসে রাজ্যে নয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং সংসদ প্রতিমা ভৌমিকের সাথে দেখা করে দাবি জানানো হয়। তৎকালীন চাকরি প্রাপ্তদের মধ্যে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য অফার প্রাপ্ত বেকার সংগঠনের ২ হাজার ১৮৬ জন রয়েছে। তাদের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকুরি প্রদান করা।

আর যাদের পরিবারে চাকরি পাওয়ার কোন শিক্ষাগত যোগ্য ব্যক্তি নেই তাদের পেনশনের ব্যবস্থা করার। কিন্তু সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ তুলেন তিনি। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, সরকার যদি চলতি মাসের মধ্যে অফার প্রাপ্ত বেকারদের সাথে আলোচনা না করে তাহলে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে রাস্তায় নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

## মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** রাজ্যের বিকাশ ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। রাজ্যের পূর্বতন সরকার এই বিষয়ে কোন উদ্যোগই নেয়নি। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। বেকার যুবক-যুবতীদের স্বরোজগারী করে তুলতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। আজ ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায় প্রাথমিক কৃষি সমবায়ের সমিতি লিমিটেডের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

ফটিকরায় তহশীল ময়দানে আয়োজিত এই সমাবেশে ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বাই সাইকেল বিতরণ, আয়ুমান ভারত প্রকল্পে ই-কার্ড বিতরণ, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় বীমার প্রিমিয়াম বিতরণ, কগুষকদের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ ও জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত কৃষক প্রবেশ দেববর্মাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সমাবেশ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুধাংশু দাস, বিধায়ক ভগবান দাস, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হ্যাপি দাস, জিলা পরিষদের সদস্য নীলকান্ত সিনহা।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায় সফরে এসে ফটিকরায় প্রাথমিক ক’ষি সমবায় সমিতি লিমিটেডের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন। ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফটিকরায় প্রাথমিক কৃষি সমবায়ের সমিতি লিমিটেডের নবনির্মিত ভবনে ২৫টি কক্ষ রয়েছে। এই কক্ষগুলিতে আগামীদিনে বেকার স্বউদ্যোগী যুবকদের ব্যবসার জন্য খুলে দেওয়া হবে। সমাবেশ মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী সবরী কলা চাষে অসামান্য অবদানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৮৭ ▫ ৪ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ১৯ পৌষ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

## বেকারদের আর্তনাদ

রাজনৈতিক দল এবং নেতা-নেত্রীদের প্রতিশ্রুতি খেলাপের ঘটনা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া দেশের বেকাররা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হইতেছেন।বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।কিন্তু নির্বাচনের বৈতরণী পার হইয়া যাইবার পর তারা সেই সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলিয়া যায়।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের কার্যকলাপ প্রতারণার শামিল।বেকার সহ জনসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতারা এ ধরনের প্রতারণা করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাইতেছে না।এটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

নির্বাচন উপস্থিত হইলেই নেতা-নেত্রীরা হরেক প্রতিশ্রুতি দিবেন, তাহা প্রায় আলো-বাতাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। শেষ অবধি তাঁহারা সেই প্রতিশ্রুতি রাখিবেন না, তাহাও একই রকম স্বাভাবিক। এই অন্যায় আচরণটি মানুষ অগত্যা মানিয়া লইয়াছেন বুঝিয়াছেন, ইহা কথার কথা। কয়জনইবা জানিতে চাহিয়াছেন, বৎসরে এক কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির কী হইল? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একাধিক বার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। নেতারা যেমন কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং ভাঙেন। মৌখিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কোনও ফারাক খাতায়-কলমে প্রতিষ্ঠা করা মুশকিল, কারণ তাহাতে কোথাও কোনও আইনি অঙ্গীকার নাই। আইনি বিচারে মৌখিক প্রতিশ্রুতির মূল্য সম্ভবত কানাকড়িও হইবে না। কিন্তু, মানুষের মন এই ভাবে বিচার করে না। বহু সাধারণ মানুষই এখনও রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক দল বা তাহার নেতাদের পৃথক করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নহেন। ফলে, অনেকেই ভাবিয়া লইতে পারেন জিতিয়া আসিলে সত্যিই কর্মসংস্থান করিবে। অর্থাৎ, যাহা বলিতেছে, মানুষের নিকট তাহা অনেক বেশি সত্যি হিসাবে প্রতিভাত হইতে পারে। তাহাতে লাভ বিলক্ষণ। সুতরাং, প্রচারকৌশল হিসাবে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ, তাহাতে সংশয় নাই।প্রশ্ন হইল, তাহা নৈতিক কি না। ইহার মধ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার যে অনতিপ্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তাহা সম্ভবত সমাপতন হেন।

নেতাদের মুখের কথার তুলনায় ইশতেহারের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। কেহ বলিতেই পারেন, যে জনগণের উপর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসক নির্বাচনের ভার ন্যস্ত, তাহা এমন বিবেচনাহীন হইবে কেন? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমাত্রেই যে ভঙ্গুর, এবং এই ক্ষেত্রে যে দলের ফারাক নাই এই কথাটি মানুষ অভিজ্ঞতায় বুঝিবেন না কেন? নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিতে মানুষ বিশ্বাস করিবেন কেন?

প্রশ্নগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু, বেকারের পরিসংখ্যান জোগাড় করিবার পদ্ধতির মধ্যে যে সরকারি ভাবটি আছে, তাহা যে হেতু বহু মানুষের মনেই বিভ্রম সৃষ্টি করিতে পারে, অতএব তাহাকে পৃথক করিয়া দেখাই বিধেয়। শুধু মানুষের মন ভুলানো নহে, তাহাদের বিভ্রান্ত করিবার প্রচেষ্টাটিকেও পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা বিধেয়। বিশেষত, ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বেকারত্বের সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি, কাঠামোগত এবং তীব্র। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সমস্যাটি কখনও রাজ্যের পিছু ছাড়ে নাই কোনও সরকারই তাহার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে পারে নাই। এমন একটি সমস্যাকে হাতিয়ার বানাইয়া রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। এই প্রচার আইনের গণ্ডি লঙ্ঘন করে কি না, তাহা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু, ইহা নৈতিকতার লক্ষ্মণরেখা পার করিয়াছে। মিথ্যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের যে অন্যায়টি সব দলই করে তাহা অন্যায়তর।

## পশ্চিমবঙ্গে ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৮৯৬, সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪৩২জন

কলকাতা, ৩জানুয়ারি(হি. স.): গত কালের তুলনায় রাজ্যে বেশ খানিকটা বাড়ল সংক্রমণ। রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯৬জন । একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪৩২জন। সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৬.৩৫শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৬জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.৭০শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। শনিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০হাজার ৪৪৬জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৫৪হাজার ৯৭৫জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৩৪হাজার ৭৩৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯৭৯২জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৪জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৩৪১জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২৩৯৪জন। এদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫৩ জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ২৬৪জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৩২হাজার ২৫৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭২লাখ ১০হাজার ৭০টি। এখন রাজ্যে ৯৮টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

## ফের দলের বিরুদ্ধে সরব রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়া, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): ফের দলের বিরুদ্ধে সরব রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা ডোমজুড়ের বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ডোমজুড়ের এক অনুষ্ঠানে দলের নেতাদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, "তৃণমূল কর্মীদের স্রেফ সময়মতো নিজেদের কাজে ব্যবহার করা, তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে যে নেতারা ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছেন, তাঁদের আজ হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলাম। মনে রাখবেন, আগামিদিনে আপনারা এই কর্মীদের দ্বারাই ক্ষমতাচ্যুত হবেন।"

রবিবার ডোমজুড়ের এক রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সরাসরি একদল তৃণমূল নেতাকে টার্গেট করেন। বলেন, "কোনও কোনও নেতা আছে, যাঁরা তৃণমূল কর্মীদের নাম করেন শুধু নিজেদের কাজে ব্যবহার করার জন্য। কর্মীরা কাছে গেলে তাঁদের সঙ্গে যে কী দুর্ব্যবহার করা হয়! আমার এককে সময়ে খুব খারাপ লাগে, যখন দেখি যে নেতারা শুধু কর্মীদের মনে করেন নিজেদের চাকরবাকর, শুধু নেতাদের কাজের জন্যই কর্মীরা রয়েছেন, বাড়ির কাজ করে দেবেন, নেতাদের মোটরসাইকেলে করে এখানে-ওখানে পৌঁছে দেবেন। আমি তাঁদের হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছি, সতর্ক হোন। ভাববেন না যে তৃণমূল কর্মীরা সকলে বোকা, কিছু বোঝে না।" এরপর তাঁর আরও শ্লেষ, "মনে রাখবেন, মানুষকে সাময়িকভাবে বোকা বানানো যায়। চিরকাল কাউকে বোকা বানানো যায় না।"

এর আগেও বারবার দলের নেতাদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। লের বিরুদ্ধে বেসুরো হতেই লাগাম টানার চেষ্টা করেছিল তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁর মানভঞ্জনে দলের চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে রবিবার ফের তৃণমূল নেতাদের সরাসরি 'হুঁশিয়ারি' দিয়ে তা তিনি বুঝিয়ে দিলেন ডোমজুড়ের বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ।

# মানুষের কথা ভাবার হয়ত অনেক আছেন কিন্তু পশুদের কথা ক'জন ভাবেন?

বরুণ দাস

মানুষ মানুষের জন্যত্ত এই বোধ ও বিশ্বাস থেকেই সাধারণত মানুষ আজও বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ায়। আজকের ভোগবাদী তথা পণ্যবাদী সময়ে যদিও মানুষ অনেকটাই বদলে গেছে এবং নিজেদের ছাড়া অন্যদের সম্বন্ধে অনেকটাই উদাসীন। 'আমি ও আমার' নিয়েই কেবল ব্যস্ত। এই ছোট্ট দুটো শব্দের বাইরে অধিকাংশ মানুষ ভাবতে নিতান্তই নারাজ। বিশ্বায়ন গোটা বিশ্বটাকে গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করলেও অধিকাংশ মানুষই কিন্তু মানুষ থেকে অনেকটাই সরে গেছে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে।

তবুও যেকোনো বিপর্যয়ে মানুষের পাশে কিছু মানুষ এখনও আছেন, আছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও, যাঁরা বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আজও প্রস্তত। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা হারিয়ে যায়নি এঁদের মধ্যে থেকে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কিম্বা মনুষ্য-সৃষ্ট বিপর্যয়ে বিপন্ন-বিপর্যস্ত মানুষের পাশে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেন ওইসব মানুষ ও মানবদরদী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বলা বাহুল্য, এঁদের জন্যই এই পৃথিবীটা এখনও মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠেনি!

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতো প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সেবামূলক কাজের কথা আমরা অনেকেই কমবেশি জানি। এছাড়া আরো অনেক সংস্থা আছে, যারা দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবসেবায় নিয়োজিত যেকোনো বিপর্যয়ে সরকারি প্রতিনিধিদের আগেই পৌছে যান বিপর্যস্ত এলাকার বিপন্ন মানুষের কাছে। প্রয়োজনীয় ত্রাণসামণী পৌছে দেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে। প্রবল ঘূর্ণিঝড় কিম্বা বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার করে আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। বাড়িঘর নির্মাণে সাহায্য করেন।

এসবই আমাদের অনেকেরই কমবেশি জানা কথা। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার ক্রমাগত অবক্ষয়ের মধ্যেও কতিপয় মানুষ ও মুগ্ধ করে। এঁরাই আসলে আমাদেরকে ভাবতে বাধ্য করে মানুষ মানুষের জন্য। মানুষের বিপদে মানুষই যদি তার পাশে এসে না দাঁড়ায়, প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দেয়, তাহলে পশুদের সাধ্য কি মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর! এখানেই তো মানুষে পশুতে আসল ফারাক। এই ফারাকই উভয়ের মধ্যে মৌলিক বিভাজন এনে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

এখন প্রশ্ন হল, মানুষ কি মানুষের জন্যই কথা ভাবার হয়ত অনেকে আছেন কিন্তু পশুদের কথা ক'জন ভাবেন? ভাববে মানুষ ছাড়াও আমাদের আশেপাশে যেসব জীবজন্তর বাস, বিশেষ করে প্রতিদিন যেসব গৃহপালিত জীবজন্ত নানাভাবে আমাদের অনিবার্য প্রয়োজন মেটায়, যাদের ছাড়া আমাদের জীবন অচল, আমাদের বেঁচে থাকাটাও অসুবিধে, তাদের কথা ক'জন ভাবেন? তাদের প্রয়োজনীয় যত্ব-আত্তির কথাই ক'জন মাথায় আনেন? তাদের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়েই বা কজন উদ্বিগ্ন? উন সানির উদাসীন! জীবজন্তর কথা ভাববেন কখন?

না, আমাদের একেবারে হতাশ হওয়ার বোধহয় তেমন কোনো কারণ নেই। এর কারণ? আসলে এখনও এমন কিছু মানুষ ও সংস্থা আছে, যারা মানুষের পাশাপাশি জীবজন্তর স্বার্থ নিয়েই বিশেষভাবে ভাবেন। শুধু ভাবাই নয়, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কাজটুকুও করেন। এটাই ঘন অন্ধকারের মধ্যেও আশার ক্ষীণ আলো। তবে ক্ষীণ হলেও আলো তো! একদিন হয়ত এই ক্ষীণ আলো থেকেই উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসবে। তেমন আশা করা যেতেই পারে। মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়লে জীবজন্তর ওপর ভালোবাসা ও দায়িত্ব দুই-ই বাড়বে নিশ্চিত।

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন, কলকাতা মহানগরের ফুটপাথে থাকা নিঃসঙ্গ ভিখারিজন সাত-আটটা পথ কুকুরকে দিব্যি খাওয়াচ্ছেন। তবে সারাদিনের ভিক্ষার্জিত খাদ্যের প্রায় সবটুকুই পরম যত্রের সঙ্গে পথ কুকুরদের বিলিয়ে দিচ্ছেন। কেউবা নিজের ছেঁড়া-ফাটা বিছানায় আশ্রয় দিচ্ছেন পথকুকুরদের। একই সঙ্গে ফুটপাথের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে শীতের রোদ গায়ে মাখছেন কিম্বা রাতে ছেঁড়া- ফাটা পলিখিনের ছাদ থেকে ছিটকে আসা জ্যোৎনর আলো গায়ে মাখছেন। এই দৃশ্য কলকাতা মহানগরের ফুটপাথে দুর্লভ নয় মেটেই।

নিজের সহায় সম্বল বলতে কিছুই নেই যাঁদের রাস্তার উন্মুক্ত ফুটপাথই যাঁদের একমাত্র ভরসা তো বটেই, আশ্রয়স্থলও, ভিক্ষেই যাঁদের একমাত্র উপার্জনের পথ--- তাঁদেরও জীবজন্তর ওপর এই নির্ভেজাল ভালোবাসা, এই নির্বিকল্প মমতা দেখে আমাদের মনে বিস্ময় জাগে বৈকি। অথচ আমাদের অনেকেই বাড়ির আশেপাশে কোনো কুকুর-বিড়াল ঘুরলে তাকে তৎক্ষণাৎ তাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লাগি। পাড়ার মধ্যে দৈবাৎ কোনো গরু-ছাগল ভুল পথে ঢুকে পড়লে তাকে বাঁশ দিয়ে তাড়া কিম্বা ঢিল মেরে তাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টায় রত হই।

অনেকেই নিত্য যাতায়াতের পথে নিরীহ বিড়াল কিম্বা পথকুকুর দেখলেই অকারণে ঢিল ছুড়ে হাত পা ভেঙে দিয়ে রীতিমতো আনন্দ বোধ করেন। এরা বয়সে যে সবাই অবুঝধ নাবালক কিম্বা নিতান্ত কিশোর তা কিন্তু নয়, এদের মধ্যে অনেকেই যুবক কিম্বা মধ্যবয়সের মানুষও আছেন। অকারণে জীবজন্তকে নির্মম আঘাত করে এরা আনন্দ পান। এদের নিষ্ঠুরতা, এদের নৃশংসতা, এদের পাশবিক আচরণের শিকার নিরীহ জীবজন্ত। নিষ্ঠুরতার মধ্যে যে বা যাঁরা আনন্দ খুঁজে পান, তাঁরা আর যাই হোক, মানুষ নামের অযোগ্য একথা বলাই বাহুল্য।

একদিকে যেমন দূরন্ত পশুপ্রেম তো অন্যদিকে তীব্র পশুবিরোধী নিষ্ঠুর মন মানসিকতাও আমাদের অনেকের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। জীবজন্তরাও যে আমাদের জীবনের অন্যতম উপকারী অংশ,তা আমরা অনেকেই বেমালুম ভুলে যাই। এই পৃথিবীতে যে মানুষ, জীবজন্ত, গাছপালা—সবারই সমান প্রয়োজনও অধিকার আছে বেঁচেবর্তে থাকার, সঙ্গে অন্যের বেঁচে থাকার যে গভীর যোগ বা সম্পৃক্ততা আছে, তা ভেবে দেখেন না আমাদের অনেকেই। সমাজের সভ্য ও শিক্ষিতজনেরাও ভুলে যান এই কথাগুলো। যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অসহায় বিপন্ন পশুদের নিজে কাজ করছে, তার মধ্যে ধ্যান ফাউন্ডেশন অন্যতম। আদ্যন্ত পশুপ্রেমী এই সংস্থাটি গরুদের রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। সভ্যতার আদিকাল থেকেই গরু মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃ হয়ে আসছে। বৈদিক যুগে তো বটেই, পরবর্তীকালেও গরুর ভূমিকা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুধ দান করা থেকে কৃষিকাজে (চাষবাদ) তাকে ব্যবহার ও মাল (এককালে মানুষও) পরিবহণের কাজেও তাকে মানুষের ভীষণভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভারত থেকে বেআইনি সীমান্ত পথে গরু পাচার হয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে। ভারত বাংলাদেশ সুদীর্ঘ সীমান্ত এলাকা জুড়ে চলে গরু পাচারের ঢালাও বেআইনি কাজ। কারণ আমরা জানি, সেদেশে মানুষের গোমাংস প্রধান খাবার। ভারত থেকে বেআইনি পথে গরু পাচারকালে অনেক সময়েই সীমান্ত প্রহরীদের সঙ্গে 'রফা' না হলে আটকে দেওয়া হয় পাচারের জন্য আনা গরুগুলো। এসব আটক গরুর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে ধ্যান ফাউন্ডেশন নামে এই পশুপ্রেমী সংস্থাটি গরুদের খাবারের জোগান, নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা, অসুস্থ পশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ এঁরাই দায়িত্ব নিয়ে করে থাকেন। এজন্য তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তুলেছেন প্রচুর পরিমাণে গোশালা। সেখানে শুধু বেআইনিভাবে পাচারের জন্য ধরা পড়া গরুই নয়, রুগ্ন কিংবা হত্যার জন্য আটক করা গরুদেরও উপযুক্ত আশ্রয় ও সেবাযত্ন দেওয়া হয়ে থাকে। পশুদের জন্য এই পরিষেবা দিয়ে ধ্যান ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যেই দেশের পশুকল্যাণ বিভাগের অত্যন্ত দায়িত্বশীল সংস্থা হিসেবে গণ্য হয়েছে।

বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেখানে গরু পাচারের কাজকারবার বেশি হয়, বিএসএফের হাতে আটক করা গরুদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। পশুদের শুধু আশ্রয়ই নয়, তাদের নিয়মিত খাবারের জোগন দেওয়া, প্রয়োজনে রুগ্ন পশুদের চিকিৎসা করানো ইত্যাদি কাজগুলো এই সংস্থা আন্তরিকভাবেই করে থাকে এবং এ কাজে তাঁরা ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলের বিশ্বস্ততা অর্জন করছেন। ধ্যান ফাউন্ডেশনের এই স্বীকৃতি এসেছে তাঁদের ধারাবাহিক কাজের মধ্য দিয়ে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানেই তাদের সফলতা।

এখানেই শেষ নয় আরো আছে ধারাবাহিকভাবে ভাল কাজের জন্য পশুদের জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটিতেও স্থান পেয়েছেন ধ্যান ফাউন্ডেশনের একনিষ্ঠ সদস্যরা। এছাড়াও এই সংস্থা হিসেবে ২০১৮ তে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায় বলে জানা যায়। সরকারি তরফে অ্যানিমেল শেল্টার বা পশুশালা চালনা ও দেখভাল করার দায়িত্বও পায় ধ্যান ফাউন্ডেশন। আসলে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, সৃষ্টিকে রক্ষার কাজে সহায়তা—এই হল ধ্যান ফাউন্ডেশনের মূল ভাবনা। এই ভাবনা থেকেই তাঁদের পথচলা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# শীতের ছোট ছুটিতে বেড়িয়ে আসুন চিল্কায়

দিলীপ পাল

খুব অল্প সময়ে হাতে নিয়ে যদি এক সুন্দর স্বপ্ন সফর সেরে আসচে চান তাহলে চলুন ভেসে চিল্কার বুকে। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার পুরী, খুরদা রোড ও গঞ্জাম এই তিনটে জেলার সীমানা জুড়ে বয়ে চলা ভারতের এই বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদটি এককথায় অসাধারণ। পান্নার মতো সবুজ বেশ কয়েকটি দ্বীপ জেগে রয়েছে এই হ্রদটির বুকে। আর কী বিচিত্র তাদের নাম সবুজ দ্বীপ, হানিমুন দ্বীপ, ব্রেকফাস্ট দ্বীপ। সময় করে একবার যদি যান তাহলে নিশ্চিত বলতে পারে রূপসী চিল্কার কোমল বুকে দুরন্ত ঢেউ তুলে একের পর এক যখন এইশব দ্বীপগুলি পার হবেন, তখন এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চে, মোহিনী মাদকতায় করে উঠবে আপনার মন।

হ্যাঁ, কী ভাবছেন? কীভাবে যাবেন? আপনি প্রথমে পুরী কিংবা জগন্নাথ এক্সপ্রেস ট্রেন (হাওড়া থেকে) ধরে চলুন ভুবনেশ্বর। ওখান থেকে লোকাল ট্রেন ধরে ঘন্টা দেড়েকে পৌছান দক্ষিণ পূর্ব শাখার বালুগাঁওতে। ছোট্ট নিরিবিলি রেল স্টেশন, স্টেশনের পশ্চিমপ্রান্তে এসে হাঁটতে থাকুন। মাত্র মিনিট দশকে এর মধ্যে পৌঁছে যাবেন চিল্কা। লঞ্চঘাট।

এই জায়গাটি খুবই মনোরম। সামনে চিল্কার বিপুল জলরাশি, দূরে দিগন্তজোড়া পাহাড়শ্রেণি। এ দৃশ্যের তুলনা কোথায়? হ্যাঁ এখানে থাকা ও যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটা হোটেল আছে। তবে হোটেলে না থেকে বরং এগিয়ে চলুন। দেখবেন লঞ্চঘাট সার সার যন্ত্রচালিত নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। ওই একটা ভাড়া নিন। ১৫-২০ জনের দল একটি নৌকায় যেতে পারেন। তবে নৌকার ভাড়া একটু দারদাম করে নেবেন। তবে নৌকায় ওঠার আগে খাওয়া দাওয়া সেরে উঠে বসুন নৌকায়। বালুগাঁও ছেড়ে স্বচ্ছ জলের বুকে উন্মত্ত ঢেউ তুলে এগিয়ে যাবে আপনাদের জলযান। দূরে তাকালে দেখবেন গিদন্তরেখায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাহাড়শ্রেণি। সিত্যই প্রথম প্রেমের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকার মতো দৃশ্য। জলও পাহাড়ের এই মনমাতানো ছবি দেখতে দেখতে প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর পৌঁছে যাবেন কালীমাই দেবীর মন্দিরে। দেবী কালীকা এই মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই মন্দিরটিতে প্রতিদিনই দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্ত আসেন দেবীদর্শনে। পরিবেশটিও সুন্দর মন্দিরের পাশে উঁচু টিলাটিতে উঠে একবার চিল্কার দিকে তাকান দারুণ লাগবে। মন্দির দেখা সাঙ্গ করে আবার উঠে বসুন নৌকায়। এবার যেতে হবে নলবন। অসংখ্য পরিযায়ী পাখির বাস এই নলবনেতে। প্রতিবছর শুধু শীতকালেই প্রায় দশ লক্ষ পরিযায়ী পাখি এখানে এসে সাময়িক আস্তানা গেড়ে আবা শীত ফুরালে ফিরে যায় নিজের জায়গায়। সুদূর সাইবেরিয়া ওইরান থেকেও প্রচুর পাখি আসে এখানে। বক, পেলিক্যান, মাছরাঙা, কে নেই সেই দলে? নৌকা করে যাবার পথে দেখতে পাবেন অজস্র পাখি ভেসে আছে চিল্কার বুকে। দেখে মনে হবে কে যেন রাশি রাশি কাগজ ভসিয়ে দিয়েছে জলে। আপনার নৌকা দ্রুত এগিয়ে আসছে দেখে ওরা যখন ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে পাড়ি দেবে তখন সেই অনির্বাচনীয় দৃশ্য দেখে চোখ ফেরাতে পারবেন না কিছুতেই। আর যদি দৃশ্যটিকে একবার ক্যামেরাবন্দি করতে পারেন তাহলেতো কথাই নেই সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। মনের আনন্দে জলের বুকে ভেসে

দু'চোখ ভরে পাখির ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে আরও ঘণ্টা খানেক চলার পর পৌঁছে যাবেন নলবন। ওখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, নলবন যাবার পথে অগভীর জলের ভিতর প্রচুর জলজ উদ্ভিদেরও দেখা পাবেন আপনি। নলবন দেখা সাঙ্গ করে আপনি দিন সাতপাড়ার পথে, কেননা ওখানেই হবে একদিনের মতো যাত্রাবিরতি যেতে যেতে আপনি দেখতে পাবেন চিল্কার বুকে ভেসে আছে অসংখ্য জলে নৌকো। চিল্কাই হচ্ছে ওদের ঘরবাড়ি, জীবনও জীবিকা। বেঁচে থাকার জন্য কী কঠিন এদের জীবন সংগ্রাম, দেখতে দেখতে এগিয়ে চলুন। হঠাৎ দেখবেন আপনি ডলফিন সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়েছেন। জলের ভিতর কী অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। মাঝে মধ্যে নবপরিণীতা কনে বধূর মতো লাজুক মাথাটা সামান্য তুলে আপনাদের অভিবাদন জানাবে। সত্যিই সে এক মজার দৃশ্য। মাঝিকে বলুন কিছু সময় নৌকায় ইঞ্জিন বন্ধ রাখতে। তারপরে প্রাণভরে উপভোগ করুন ডলফিন রাজত্বকে। তবে সূর্যদেব হয়তো ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত হয়েছেন। তাই আপনাদেরও এগোতে হবে। দেখবেন অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যোর মধ্যেই মাঝি আপনাদের পৌঁছে দেবে সাতপাড়াতে। খুবই সুন্দর জায়গা এই সাতপাড়া। ফেরিঘাটটিও দেখবার মতো। ওড়িশা সরকারের একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলো আছে এখানে। কলকাতার ওয়েলিংটনের কাছে উৎকল ভবন থেকেই সরাসরিসংরক্ষণ করেও আসতে পারেন। রাতের বেলার বাংলোর কাছে বসে নদীর দিকে তাকান রাতটা যদি জ্যোৎস্না মাথা হয় তাহলে তো কথাই নেই নিশ্চিত বলতে পারি এই অসাধারণ স্বর্গীয় সৌন্দর্যের স্মৃতি আপনি কখনও ভুলতে পারবেন না বহুদিনই।

রাতটা বাংলোতে কাটিয়ে পরদিন সকালে জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়ুন। আজ যেতে হবে চিল্কা সাউথ। বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশি যে একফালি জাগয়া দিয়ে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে সেই জায়গাটিই হল চিল্কা সাউথ। সাউথ এর একটু আগে ডানদিক ছায়া সুনিবিড় বিস্তীর্ণ ঝাউবন। ওখানেই মাঝি দাঁড় করাবে নৌকাটিকে। নৌকো থেকে নেমে ঝাউবনটা পেরিয়ে গেলেই দেখবেন সদ্যস্নাত কিশোরী কন্যার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর সোনালী সৈকত। রূপশী অথচ কী নিষ্পাপ। এই রাশ মুগ্ধ করে উন্মাদনা করে মাতাল করে। দেখবেন ছোট ছোট ঢেউগুলি একের পর এক কেমন সলজ্ব ভঙ্গিতে আছড়ে পড়েছে বালুতটে। মনে চাইলে নেমে পড়ুন জলে। ঢেউয়ের ওঠানামায় মেতে উঠুন। দারুণ লাগবে। স্নান সেরে নৌকায় ফিরে এবার চলুন আরও এক নির্জন সোনালি সৈকত রাজহংস দেখতে। নৌকো আবার চলতে চলতে সাতপাড়াকে ডাইনে রেখে বা দিকে বাঁক নেবে। সূর্য তখন মধ্য গগনে। চিল্কার বুকে মাছের সন্ধানে কখনও ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য জেলে নৌকো। এসব দেখতে দেখতে ঘণ্টা দেড়েক চলার পর নৌকো থামাবে। তীরে নেমে একটা ছোট্ট বালিয়াড়ি পেরোলেই দেখতে পারেন বঙ্গোপসাগরের এক অসাধারণ রূপ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ এটিই হচ্ছে রাজহংস সৈকত। সত্যিই এমন সুদীর্ঘ, পরিচ্ছন্ন, মনভোলানো মায়াবী সৈকত জীবনে দেখছেন কিনা সন্দেহ। আর যদি প্রেমিকা কিংবা নবপরিণীতাকে নিয়ে এই মোহিনী সৈকত কিছুটা সময় কাটাতে পারেন তাহলে নিশ্চিত বলতে পারি এর মধুময় স্মৃতি আপনার স্মৃতির ভাণ্ডারে অমলিন থাকবে চিরদিনই।

হ্যাঁ, দেখতে দেখতে বেলা গড়াচ্ছে। অবধারিত ভাবেই মাঝি তাড়া লাগাবে। তবুও চেষ্টা করুণ ঘণ্টাখানকে কাটিয়ে দিতে। তারপর ফিরে চলুন সাপপাড়ার দিকে। হোটেলে ফিরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যোর পর গিয়ে বসুন জেটিঘাটে। তারাভরা আকাশের তলে বসে নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনুন প্রাণ ভরে তারপর অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এলে একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ঢুকে পড়ুন ঘরে। পরদিন সকালে চলুন ঝিনকুড়ি। এক নম্বর ফেরিঘাট থেকে চিল্কা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিশাল জলযান যাচ্ছে ঝিনকুড়ি। আধঘণ্টার সফর, লঞ্চের মাথায় উঠে বসুন। দারুন লাগবে এই ছোট দলবিহারটুকু। ঝিনকুড়ি পৌঁছে দেখেন ট্রেকার দাঁড়িয়ে আছে সার দিয়ে। তাতে দশ জন বসতে পারবেন। উঠে চলুন কৃষ্ণপ্রসাদ গড় বা রাজবাড়ি দেখতে। গ্রামের পথে ধুলো উড়িয়ে জিপ ছুটবে। দু'ধার বিস্তীর্ণ ধান খেত। কোথাও বা স্বচ্ছ টলটলে জলে ভরা পুকুর। গ্রাম্য প্রকৃতির এই অপরূপ দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। কৃষ্ণগড় রাজবাড়ি। রক্ষমাবেক্ষণ তেমন নেই বললেই চলে। ১৭৯৮ সাল রাজ্য ভাহীরথী মান সিং এই রাজবাড়ি নির্মাণ করেন। বাড়ির ভিতর কনকদুর্গা মন্দির। জায়গাটির নাম শারিকুদ। ফেরার পথেই পড়বে ত্রিলোচন শিব মন্দির। শান্ত মনোরম পরিবেশ বিশাল মন্দিরটি। মন্দির দেখা সাঙ্গ করে আবার ফিরে আসুন ঝিনকুড়ি লঞ্চঘাটে। লঞ্চ যদি নাও পান ফেরি নৌকো তো আছেই। উঠে বসুন। আধ ঘণ্টায় সাতপাড়া। তবে বাংলোতে ঢোকার আগে ওখানকার মিউজিয়ামটি অবশ্যই দেখতে ভুলবেন না যেন। দেখবেন, শুধু চিল্কায় পাওয়া যায় এমন জিনিস নিয়ে কী সন্দরভাবেই না গড়ে তোলো হয়েছে সংগ্রশালাটি। মাঝে মাঝেই ভিতরের প্রেক্ষাগৃহে সাদা পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে চিল্কার নৈমিত্তিক ছবি। দেখা শেষ করে ফিরে আসুন বাংলোয়। যদি আর দু একটা নিরিবিলি থাকতে চান তাহলে থাকতে পারেন, আর তা না হলে পরদিন বোরবেলায় বাস ধরে দেড় ঘণ্টায় পৌঁছে যান পুরী। পুরীতে পৌঁছে এক দু'দিন থেকে যান। তারপর পুরী থেকে ইচ্ছেমতো আপনার গন্তব্যস্থলের সুবিধা মতো মেল বা এক্সপ্রেস ধরে সোজা হাওয়া স্টেশন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

# এপারের অপহৃতকে ওপারে নিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করতে গিয়ে করিমগঞ্জের ভারত-বাংলা সীমান্তে প্রায় ২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সুরঙ্গ আবিষ্কার

নিলামবাজার (অসম), ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা মেঘালয়ের ডাউকি এবং কাশ্মীরের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের পর এই প্রথম দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার ইন্দো-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় ২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সুরঙ্গ পথ আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলের পাশাপাশি সাধারণ জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা ভারতের এক যুবককে বাংলাদেশে অপহরণ করে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতার পেরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ সন্ধান করতে গিয়ে এই সুরঙ্গের অবস্থান শনাক্ত করেছে পুলিশ।

গত ২৭ ডিসেম্বর নিলামবাজার থানা এলাকাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী শিলুয়া গ্রামের জনৈক দিলোয়ার হুসেন নামের এক যুবককে ওপার বাংলার দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। অপহৃত দিলোয়ারের খোঁজে অভিযান চালাতে গিয়েই করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার ঝা এবং নিলামবাজারের সিআই আনোয়ার হুসেন চৌধুরী এই সুরুঙ্গপথটি আবিষ্কার করেন। পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার ঝা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, অপহৃত দিলোয়ারের দাদা তাঁর ভাইকে অপহরণ করা হয়েছে বলে এক এজাহার দাখিল করেছিলেন। এর পর পুলিশ অপহৃতকে খুঁজে বের করতে অভিযানে নামে।

পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার আরও জানান, দিলোয়ারের মুক্তিপণ হিসেবে বাংলাদেশের একটি ফোন নম্বর থেকে অপহরণকারীরা পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। দাবি মতো মুক্তিপণের পাঁচ লক্ষ টাকা অপহৃত দিলোয়ারের ঘনিষ্ঠ জনৈক এলিম উদ্দিন নামের এক যুবকের কাছে সমঝে দিতে অপহরণকারীরা ফোনে দিলোয়ারের পরিবারকে জানিয়েছিল। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে নেমে প্রথমেই সন্দেহবশত এলিম উদ্দিনকে আটক করে। এলিমকে পুলিশ আটক করেছে বলে বাংলাদেশি অপহরণকারীদের কাছে এই খবর পৌঁছে। খবর পেয়ে তাঁরা দিলোয়ারকে ছেড়ে দেয়। অপহরণকারীদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসার পরই দিলোয়ার এই সুরুঙ্গ পথের কথা পুলিশকে জানায়।

দিলোয়ারের বয়ান অনুযায়ী অভিযানে নেমেই পুলিশ এই সুরুঙ্গ পথ আবিষ্কার করেছে বলে এসপি মায়াঙ্ক কুমার ঝা জানান। তবে কখন কীভাবে এই সুরুঙ্গ পথ তৈরি হয়েছিল এবং কে বা কারা তা খনন করেছে তা তদন্তক্রমে বেরিয়ে আসবে বলে সংবাদ মাধ্যমকে আশ্বস্ত করেছেন পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার ঝা।

প্রসহত করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ড্রাগস, বিড়ি, গরু সহ নেশাজাতীয় বিভিন্ন সামগ্রী প্রতিনিয়ত পাচার হয়ে থাকে। ওপারের দুর্বৃত্তরা বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে এপারের সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসরত ভারতীয়দের গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও চুরি ডাকাতি সংগঠিতত করে চলছে। সীমান্তবর্তী ভারতীয় নাগরিকগণ তাঁদের জানমালের চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। জেলা পুলিশ প্রশাসন সহ সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএসএফ শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করে আসছে, এ ধরনের অভিযোগ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সীমান্তঞ্চলে বসবাসরত ভারতীয়দের কাছে এ-সব ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এবার সীমান্তে এপার-ওপার করার জন্য বিরাট সুরঙ্গ পথ আবিষ্কার হওয়ার ঘটনায় জেলা সহ রাজ্য জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে যে সব অবৈধ পাচার কার্য সহ দেশবিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা এই সুরুঙ্গ পথকেই ব্যবহার করছে এতদিন ধরে। আবিষ্কৃত এই সুরঙ্গ পথই এ-সব অবৈধ কার্যকলাপের সাক্ষী। বালিয়া বিওপি থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে এপার-ওপার প্রায় ২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সুরুঙ্গ পথ কীভাবে তৈরি হলো? এমন-কি এই সুরঙ্গ পথ থেকে মাত্র ১০০ মিটার ওপরে একটি টিলায় বিএসএফের স্যান্টি পোস্টও রয়েছে। এমতাবস্থায় সাধারণ জনমনে প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক যে, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী তাঁদের কর্তব্য পালনে কতটুকু দায়িত্বশীল?

# উত্তরপ্রদেশে শ্মশানঘাটের ছাদ ভেঙে নিহত ১৮ জন, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা যোগীর

গাজিয়াবাদ, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): মর্মান্তিক দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশে। গাজিয়াবাদে শ্মশানঘাটের ছাদ ভেঙে মারা গেলেন ১৮ জন। তবে কংক্রিটের চাঁইয়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আরও অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই অনেককে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এক মৃতদেহের দাহ করতে এসেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন শ্মশানযাত্রীরা। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুর্ঘটনায় মৃতদের উদ্দেশে শোকপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণাও করেন তিনি।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল থেকেই হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল মুর্দানগরের ওই শ্মশানে। গতকাল স্থানীয় দয়ানন্দ কলোনির বাসিন্দা ষাটোর্ধ এক ফল বিক্রেতা মারা গেলে আজ সকালে তাঁর মৃতদেহ দাহ করতে আসেন শ্মশানযাত্রীরা। এই সময় আচমকাই ভেঙে পড়ে নির্মীয়মাণ একটি অংশ। সেই সঙ্গে ভেঙে পড়ে পিলার-সহ ছাদও। এত দ্রুত তা ভেঙে পড়ে যে, তলায় আটকে থাকা কেউই বেরিয়ে আসতে পারেননি। প্রায় সকলেই চাপা পড়ে যান তার তলায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, খারাপ মানের সামগ্রী দিয়ে ওই অংশের নির্মাণ হচ্ছিল। তাই সামান্য বৃষ্টিতেই এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। যদিও অনেকেরই মতে, ওই এলাকায় খুব জল জমে। সেই কারণেই নির্মাণে সমস্যা হয়ে থাকতে পারে।

জানা গিয়েছে, অন্তত চল্লিশ জন চাপা পড়েছেন ধ্বংসস্তূপের নিচে। তাঁদের মধ্যে অনেককেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য চালাচ্ছে। উপস্থিত রয়েছে পুলিশ ও দমকল বাহিনীও। রয়েছেন গাজিয়াবাদের জেলা শাসক। বৃষ্টির জন্য উদ্ধারকাজ ব্যহত হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুর্ঘটনায় মৃতদের উদ্দেশে শোকপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণাও করেন তিনি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে দুর্ঘটনার কারণ কী, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে মীরাটের বিভাগীয় কমিশনার অনীতা মেশরাম সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তাঁর কথায়, "এই ঘটনায় কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

রবিবার আগরতলায় সরকারি কর্মচারীদের এক অনুষ্ঠান মঞ্চে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

# অসৎ অভিপ্রায়ে কৃষি বিল নিয়ে বিরোধীরা নিকৃষ্ট রাজনীতি করছেন, বলেছেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ

গুয়াহাটি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : কৃষি বিল নিয়ে প্রত্যেক বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নিকৃষ্ট রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। বিরোধীদের মধ্যে অসৎ অভিপ্রায় লুকিয়ে রয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে টেলিফোনিক বার্তালাপে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা মঙ্গলদৈয়ের (অসম) সাংসদ দিলীপ শইকিয়া কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে চলমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেছেন।

দিলীপ শইকিয়া বিস্ফোরক এই মন্তব্য করে বলেন, দেশের কৃষকদের সামগ্রিক বিকাশে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার কৃষি সংশোধনী ২০২০ বিল সংসদে পেশ করে তা আইনে পরিণত করেছে। কিন্তু এই আইন নিয়ে বিরোধী দলগুলো ন্যস্তস্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে ঘৃণ্য রাজনীতি করছে। বিরোধী দলগুলোর এ-ধরনের চিৎকার-চেঁচামেচির পেছনে গভীর অভিসন্ধি ও অসৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে, বলেন সাংসদ দিলীপ শইকিয়া। শইকিয়া আরও বলেন, বিজেপি সরকারের গৃহীত কৃষি সংশোধনী আইন তিনটির মাধ্যমে কৃষকদের কোনও অধিকার খর্ব করা হয়নি। বরং এই আইনের দ্বারা কৃষকদের নিজস্ব স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী তাঁরা যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারেন সে ব্যাপারে বিস্তর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তিনটি আইনে। বিশেষ করে কৃষকদের জীবনধারণের মান উন্নত করতে এই আইনগুলি অতি সহায়ক হবে।

বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, এই আইনের ফলে কৃষকদের আয় দুগুণ বৃদ্ধি পাবে। অথচ সব কিছু জেলেও কৃষকরা এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। এ প্রসঙ্গে শইকিয়া বলেন, বিরোধীরা বিষয়টিকে রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা করছে। ঘটনাবলির ফলশ্রুতিতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিরোধী দলগুলোর এক অসৎ অভিপ্রায় লুকিয়ে রয়েছে। এরা দেশের সহজ-সরল অন্নদাতাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে নিকৃষ্ট রাজনীতিতে মাতাল হয়ে উঠেছেন। তাঁদের ভুল বোঝানো হচ্ছে।

এক্ষেত্রে দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের আন্দোলনকারী কৃষকদের প্রতি অনুরোধ, বর্তমান সরকার কৃষক বিরোধী নয়। কৃষকদের কল্যাণে কাজ করছে সরকার। তাই কৃষকদের বিষয়টি ভালো করে উপলব্ধি করা উচিত। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চলমান কৃষক আন্দোলনের ফলে বিজেপির কোনও ক্ষতি হবে না।

# আমেরিকার সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের আশায় চিনের বিদেশমন্ত্রী

বেজিং, ৩ জানুয়ারি (হি. স.):আমেরিকার সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের আশায় বেজিং। 'জিনহুয়া নিউজ'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়ান ই'র কথায় ফুটে উঠল তেমনই সুর।

সদ্য শেষ হওয়া নির্বাচনে হেরে গেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ২০ জানুয়ারি হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করবেন নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেন। শনিবার এই বিডেন প্রশাসনের প্রতি আশা ব্যক্ত করার পাশাপাশি ট্রাম্পের প্রতি ক্ষোভও জানাতে দেখা গেল তাঁকে। বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্টের জমানায় বেজিংয়ের বিরুদ্ধে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' শুরু করা হয়েছে বলে তোপ দাগলেন ওয়াং ই। তাঁর কথায়, "চিনকে অবদমনের চেষ্টায় নতুন 'ঠান্ডা যুদ্ধ' শুরু করেছে আমেরিকা। একথা প্রমাণিত যে, এর ফলে কেবল দু'দেশের মানুষদেরই স্বার্থ বিঘ্নিত হয়নি। পাশাপাশি গোটা বিশ্বকেই তার ফল ভুগতে হয়েছে।"

আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির ব্যাপারে আশা প্রকাশ করার পাশাপাশি চিনের উন্নতিতে আমেরিকার 'হিংসা' হচ্ছে, এমন ইঙ্গিতও উঠে আসে তাঁর কথায়। তিনি বলেন, "আমরা জানি, আমেরিকার অনেকেই চিনের দ্রুত উন্নতিতে অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু শীর্ষে থাকতে হলে অন্যদের উন্নয়নের পথ না আটকে ক্রমাগত আত্মোন্নতির চেষ্টা করাই ভাল।" তবে তাঁরা যে এবার নতুন করে সম্পর্কটা শুরু করতে চাইছেন তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। মার্কিন-চিন সম্পর্ক যে এক নতুন পথের বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে তা পরিষ্কার করে ওয়াং ই বলেন, "আশার নতুন জানলা খুলতে চলেছে।"

প্রসঙ্গত, বাণিজ্য থেকে তিব্বত ও তাইওয়ান ইস্যুতে বেজিংয়ের বিরুদ্ধে রীতিমতো আক্রমণাত্মক হতে দেখা গিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। পাশাপাশি করোনা ভাইরাসকে 'চিনা ভাইরাস' বলে কটাক্ষ করে অতিমারীর জন্য বেজিংকে দায়ী করেও একাধিক বার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কড়া সমালোচনাও করেছেন।

# নাইজারে আইএসআইএস জঙ্গিদের হামলা, মৃত অন্তত ৭৯ জন

নাইজার, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): পশ্চিম আফ্রিকার নাইজারের মালি সীমান্তের কাছে দুটি গ্রামে নারকীয় হামলা চালাল আইএসআইএস জঙ্গি গোষ্ঠী। এই জঙ্গিদের হামলার ফলে প্রাণ হারালেন ৭৯ জনের বেশি মানুষ। শনিবারের এই খবর পাওয়ার পরেই ওই এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নাইজারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলকাচে আলহাদা।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শনিবার নাইজারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফার ফল ঘোষণা করা হচ্ছিল। এর মাঝেই খবর আসে নাইজারের পশ্চিম প্রান্তে মালি সীমান্তে অবস্থিত টিচোমবাঙ্গু ও জারোমদারে গ্রামে হামলা চালিয়ে ৭৯ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে অজ্ঞাত পরিচয়ের জঙ্গিরা। জখম হয়েছেন আরও ৩০ জনের বেশি। খবর পেয়ে প্রশাসনের লোকেরা গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভরতি করেছে। এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার না করলেও আইএসআইএস জঙ্গিরাই এর পিছনে রয়েছে বলে দাবি প্রশাসনিক কর্তাদের।

এপ্রসঙ্গে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলকাচে আলহাদা জানান, শনিবার প্রথমে মালি সীমান্তে অবস্থিত টিচোমবাঙ্গু গ্রামে হামলা চালিয়ে ৪৯ জন গ্রামবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে জঙ্গিরা। এর ফলে জখম হন আরও ২০ জন। পরে কিছুটা দূরে জারোমদারে গ্রাম থেকেও ৩০ জনকে খুন করার খবর পাওয়া যায়। জখম হয়েছেন ১০ জনের বেশি। ইতিমধ্যেই সেখানে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। নারকীয় এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যারা দায়ী তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গত পশ্চিম আফ্রিকার দেশে নাইজারে প্রায়শই হামলা চালায় বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠনের জঙ্গিরা। আসলে দেশটির অবস্থানগত কারণের জন্যই এই ঘটনা ঘটে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের।

# এক যুবতী সহ চার দুষ্কৃতী 'হানি ট্র্যাপিং'-এর দায়ে আটক নগাঁও পুলিশের জালে

গুয়াহাটি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : এক হানি ট্র্যাপিং চক্রকে আটক করেছে মধ্য অসমের নগাঁও পুলিশ ধৃতদের মধ্যে এক সুন্দরী যুবতীও রয়েছে। সুন্দরী মহিলা বা যুবতীকে ব্যবহার করে পুরুষকে জালে পুরে অর্থ দাবিকারী চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বিগত দিনে পুলিশ বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। এ ধরনের এক চক্রকে ধরতে নগাঁও পুলিশ জাল বিছিয়েছিল। ওই জালে পড়েছে সন্দরী যুবতী সহ চার অভিযুক্ত। নগাঁও পুলিশের অফিশিলায় টুইটে ব্যতিক্রমী এই খবর দিয়ে জানানো হয়েছে, এই চক্রটি জনৈক যুবতীকে ব্যবহার করে হানি ট্রেপিঙের মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইলিং করে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। পুলিশ সে সম্পর্কে অবগত হলে ওই চক্রকে পাকড়াও করতে অভিযান চালিয়েছিল। টুইটে নগাঁও পুলিশ লিখেছে, হানি অর্থাৎ মউ ব্যবহার করে চক্রটি ঘটনার বলি ব্যক্তিকে জালে ফেলে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। হানি ব্যবহারকারী চক্রটিকে ভূতলংকা দিয়ে পরাজিত করে উলটো জালে তুলে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, টুইটে লিখেছেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ। এদিকে পুলিশের এ ধরনের রসালো টুইট পড়ে আমোদের খোরাক পেয়েছেন নেটিজেনরা। কেননা, এখানে পুলিশ নিজেদের ভূতলংকা হিসেবে ভূষিত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

# রাজস্থানে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে : আশক গেহলোট

জয়পুর, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): রাজস্থানের করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে রবিবার দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬.১৪ শতাংশ। বিগত এক মাসে করোনা পজিটিভ এর সংখ্যা ৫ শতাংশ নেমে গিয়েছে। রাজ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজারের নিচে রয়েছে। মৃত্যুর হার এক শতাংশের কম। এসবই ভাল ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু গাফিলতির কোন জায়গা নেই। আগের মতই সতর্ক হয়ে জনগণকে চলতে হবে। করোনা বিধি মেনে চলাটা আবশ্যক। তা না হলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করতে পারে। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই সমস্যাগুলিকে অবহেলা করা উচিত নয়। প্রত্যেকে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। চিকিৎসকরা বলেছেন করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেও প্রথম দুই মাস চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেও অনেকের শ্বাসকষ্ট, হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, কিডনি এবং উত্তেজনার সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ফলে সতর্ক থাকাটা জরুরী। করোনা উত্তর পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ইতিমধ্যেই ক্লিনিক গড়ে তুলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১৪ হাজার মানুষের এর মাধ্যমে চিকিৎসা হয়েছে। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের কোন শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে ১৮১ নম্বরে কল করতে পারে। করোনা প্রতিষেধকের ড্রাইরান রাজ্য জুড়ে চলছে।

# মঙ্গলবার থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হচ্ছে ভারতীয় পুরুষ হকি দলের শিবির

বেঙ্গালুরু, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): আবার শুরু হতে চলেছে ভারতীয় পুরুষ হকি দলের শিবির। মঙ্গলবার থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হবে জাতীয় শিবির। জাতীয় শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন পর্ব কাটাতে হবে খেলোয়াড়দের।ভারতীয় পুরুষ হকি দল গত বছরের আগস্ট থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। এরপর তিন সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে আবার শুরু হচ্ছে পুরুষ হকি দলের শিবির। জানা গেছে, এই শিবিরে যোগ দেবেন মনপ্রীত সিং ও পিআর শ্রীজেশ সহ ৩৩ সদস্যের ভারতীয় পুরুষ হকির সম্ভাব্য অলিম্পিক দল। জাতীয় শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন পর্ব কাটাতে হবে খেলোয়াড়দের।

ভারতীয় পুরুষ হকি দলের হেড কোচ গ্রাহাম রিড বলেছেন, "আমি আশা করি তিন সপ্তাহের বিরতির পরে খেলোয়াড়রা মানসিক ও শারীরিকভাবে তরতাজা হয়ে ফিরে আসবে।" রিড আরও বলেন, "আমাদের আগের জাতীয় শিবিরে খেলোয়াড়রা ইয়ো-ইয়ো টেস্টসহ ফিটনেসের যাবতীয় মাপকাঠিতে উত্তীর্ন হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য বর্তমান শিবিরে প্রস্তুতি নিয়ে আসন্ন প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি থাকা।"প্রসঙ্গত, ভারতীয় মহিলা দল চলতি মাসে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে আট ম্যাচের সিরিজ খেলতে আর্জেন্টিনা যাবে। ইতিমধ্যে, হকি ইন্ডিয়া পুরুষ দলের নয়া সফরের ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনা করছে।

# এখনও সময় আছে কৃষি আইন প্রত্যাহার করার : সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): এখনও সময় রয়েছে রাজধর্ম পালন করে কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিক মোদী সরকার। রবিবার কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্দেশ্য করে এ কথা জানিয়েছেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

এদিন এক বিবৃতির জারি করে সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছেন, ক্ষমতার দম্ভকে ঝেড়ে ফেলে অবিলম্বে তিনটি কৃষি আইন নিঃশর্তে প্রত্যাহার

ছয়ের পাতায়

রবিবার বনমালীপুর সমাজ সেবী জয়া দেব কটিকাচাদের মধ্যে বই বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

# দেরিতে বাবা হওয়ার ঝুঁকি

বাবা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন স্ত্রী ও সন্তান।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে সংসার শুরু করতে একটু দেরিই হয়ে যায় পুরুষের। তারই সুত্র ধরে পরিবার শুরু করার পরিকল্পনাও পিছিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে নারীরা যতটা চিন্তিত, পুরুষ যেন ততটাই উদাসীন।

গবেষকরা বলছেন, ‘‘নারীর মতো পুরুষেরও আছে জৈবিক ঘড়ি বা ‘বায়োলজিকাল ক্লক’ যা নিয়ত গতিশীল। তাই পুরুষ যদি সময়ের কাজ সময়ে না করে তবে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের উপর।’’

একটি দম্পতির সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা, গর্ভাবস্থার জটিলতা এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর ওই দম্পতির বয়স কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা নিয়ে ৪০ বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন গবেষকরা।

গবেষকদের মতে, ‘‘যারা সংসার শুরু করতে এর মধ্যেই দেরি করে ফেলেছেন তাদের উচিত হবে বয়স ৩৫ বছর পার হওয়ার আগেই সন্তান নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা।’’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার’স ইউনিভার্সিটির রবার্ট উড জনসন মেডিকেল স্কুল’য়ের উইমেন’স হেল ইনস্টিটিউটের পরিচালক গ্লোরিয়া বাকমান বলেন, ‘‘বয়স ৩৫ পেরোলে নারীর শরীরে যেসব পরিবর্তন আসে তার কারণে গর্ভধারণ ও গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে, এই বিষয়টা সম্পর্কে প্রায় সবাই জানেন। তবে পুরুষের বয়সও যে একই ধরনের ঝুঁকি বয়ে আনতে পার সে বিষয়ে অধিকাংশ পুরুষেরই জানা নেই।’’

‘ম্যাচুরিটাস’ নামক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় জানা যায়, বয়স ৪৫ পেরোলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কমতে শুরু করে। পাশাপাশি এই পুরুষের কারণেই তার সঙ্গীর গর্ভবস্থাজনীত বিভিন্ন জটিলতা যেমন ‘জেস্টেশনার ডায়াবেটিস’, ‘প্রি-এক্লামসিয়া’, ‘প্রি-টার্ম বার্থ’ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে।

বাবার বয়স বেশি হলে তার নবাগত সন্তান সঠিক সময়ের আগেই ভুমিষ্ট হওয়া, প্রসবের সময় মারা যাওয়া, অস্বাস্থ্যকর ওজন নিয়ে জন্মানো, জন্মগতো বিকলাঙ্গতা ইত্যাদির ঝুঁকি বেশি থাকে। বেঁচে থাকলে এই শিশুদের মাঝেই অল্প বয়সে ক্যান্সার, মানসিক অসুস্থতা, প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।

বাকমান মনে করেন, এই দুর্ঘটনাগুলো অধিকাংশের পেছনে দায়ী জৈবিকভাবে ‘টেস্টোস্টেরন’য়ের সরবরাহের অভাব যা বয়স বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে শুক্রাণু ও বীর্যের নিম্নমান।

তিনি বলেন, ‘‘বয়সের সঙ্গে মানুষের পেশি যেমন দুর্বল হয়, কমতে থাকে স্থিতিস্থাপকতা, ঠিক তেমনি পুরুষের শুক্রাণুও বয়সের সঙ্গে তার শক্তি হারায়।’’

গবেষণায় আরও দেখা যায়, স্ত্রীর বয়স ২৫ বছরের কম হলেও মধ্যবয়সী পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা নিয়েও বিপাকে পড়ে থাকেন।

বাকমান বলেন, ‘‘নারীরা বরাবরই তাদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ে পুরুষের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখে। পুরুষ বিপদে না পড়া পর্যন্ত যৌন কিংবা প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চিকিৎসকের কাছে যান না। তবে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা নারী-পুরুষ দুজনের জন্যেই জরুরি। আর চিকিৎসকদেরও উচিত ৩৫ পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনই সন্তান নেননি এমন পুরুষদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।’’

# নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না।

আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন।

জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

**নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা**

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহায়ার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

**এক্সফলিয়েট**

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

**নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা**

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ্র রাখা যায়।

**চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা**

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, ‘‘তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।’’

আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

**নখ ও পায়ের যত্ন**

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে। বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার রাখলে দেখতেও ভালোলাগে।

## পুরুষের যৌন প্রবৃত্তি বাড়ায় মসলাদার খাবার

আজকের রাতটা প্রেমময় করে তুলতে চান, তবে স্বামীকে রাতে ঝাল খাবার দিন। কারণ ‘হট’ খাবার ছেলেদের আরও ‘হট’ করে তোলে।

আর এই তথ্য গবেষণা করে বের করছেন একদল ফরাসি গবেষক।

তাদের গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পুরুষ মসলাদার খাবার বেশি খেতে ভালোবাসেন তাদের শরীরে টেসটসটেরনের মাত্রা বেশি থাকে। আর এই টেসটসটেরন নাকি যৌন ক্রিয়ায় সহায়ক।

১৮ থেকে ৪৪ বছরের ১১৪ জন পুরুষের ওপর ইউনিভার্সিটি অব গ্রনবেলের বিজ্ঞানীরা এই নিরীক্ষা চালান।

তাদেরকে মসলাদার ম্যাশ পটাটো (আলু ভর্তা) খেতে দেওয়া হয় ঝাল সস আর লবণ দিয়ে। কারা বেশি ঝাল সস দিয়ে খাবার খায় সেদিকে গবেষকরা নজর রাখেন। আর যারা বেশি ঝাল সস দিয়ে খাবার খেয়েছেন তাদের লালা সংগ্রহ করেন টেসটসটেরনের মাত্রা নিরূপণ করার জন্য।

তারা দেখতে পান যে ঝাল সস ও টেসটসটেরনের মাত্রার সঙ্গে পরিষ্কার অর্থেই পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

এই গবেষণাপত্রের সহরচয়িতা লরেন্ত বেগের উদ্ধৃতি দিয়ে টেলিগ্রাফ জানায়, নিয়মিত মসলাদার খাবার টেসটসটেরনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। তবে এটা কীভাবে কাজ করে তা এখনও জানা যায়নি।

টেসটসটেরনের মাত্রা কমের সঙ্গে আলস্য অথবা বিষাদগ্রস্ত হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

”সাম লাইক ইট হট” নামের এই গবেষণাপত্র ফিজিওলজি অ্যান্ড বিহেইভিয়র জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

## “ডেইট” সফল করার পন্থা

সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন বা বের হচ্ছেন ঘুরতে খেয়াল রাখুন বেশি উত্তেজনা বা ঘাবড়ে গিয়ে যেন দিনটি মাটি না করে দেয়।

আগে দর্শনদারি পরে গুণবিচারি-- ফিমেলফার্স্ট ডটকো ডটইউকে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি পরনের পোশাক যেন আপনার. ।

# পুরুষের প্রজনন ক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে অন্তর্বাস

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার হার বিশ্বব্যাপি হ্রাস পাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে, যার একটি কারণ হতে পারে তাদের অন্তর্বাস।

অন্তর্বাস শুক্রাণুর মাত্রা কমে যাওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। কারণ এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, কী ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করছেন সেটা পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।

‘হিউম্যান রিপ্রোডাকশন’ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি ছয়শ জন পুরুষের ওপর করা হয়। দেখা যায়, যারা বক্সার পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা যারা অন্যান্য ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করেন তাদের তুলনায় ছিল বেশি। অন্তর্বাস বেশি আঁটসাঁট হলে শুক্রাণুর মাত্রা হ্রাস পায়, বলা হয় এই গবেষণায়।

তবে অন্তর্বাসের ধরন পরিবর্তনে কী ফলাফল দাঁড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি এই গবেষণায়। কারণ হল একজন পুরুষের শুধু শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার প্রজনন ক্ষমতা কমে গেছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। শুক্রাণুর মাত্রা পরিবর্তনশীল।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ইউরোলজিস্ট ডা. সারাহ ভিজ বলেন, ‘‘একজন পুরুষের শুক্রাণুর পরিমাণ প্রতি সপ্তাহ অন্তর বিপুল মাত্রায় ভিন্ন হতে পারে। এই কারণে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা পরিমাপ ভিত্তিক গবেষণাগুলো স্ত্রীর গর্ভধারণের হারের বদলে স্বামীর শুক্রাণুর পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দেয় বেশি। তারপরও পুরুষের শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার বাবা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে সে নিয়ে বিতর্ক রয়ে যায়।’’

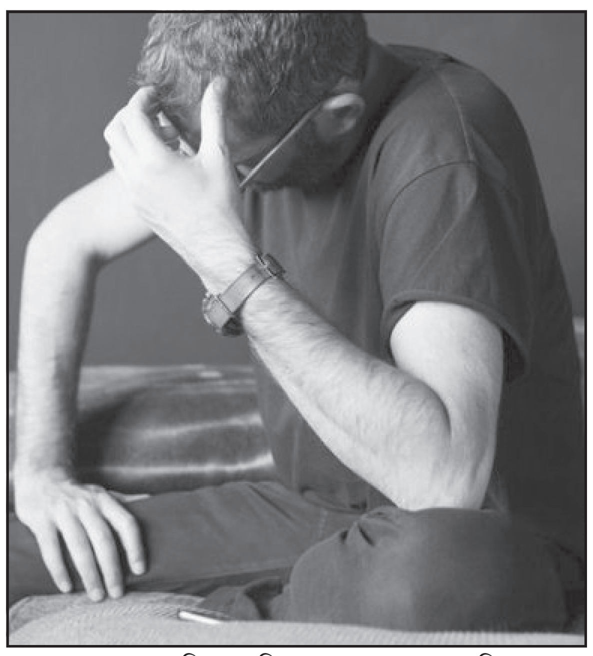

আঁটসাঁট অন্তর্বাস অণ্ডকোষ অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুক্রাণুর প্রস্তুত প্রক্রিয়া ব্যহত করে। কারণ এই ধরনের ছোট প্যান্ট পরলে অণ্ডকোষ একে অপরের সঙ্গে এবং শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে সবসময়। ফলে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রভাবও সবার ক্ষেত্রে সত্য নয়।

এই গবেষণায় পুরুষের অন্তর্বাসের ধরন এবং শুক্রাণুর মাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আরও গভীরভাবে। এই গবেষণায় ত্রিশের কোঠায় থাকা ৬৫৬ জন পুরুষকে নিয়ে ২০০০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গবেষণা চালান গবেষকরা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা সেবা নিচ্ছিলেন।

তাদের কাছ থেকে বীর্য ও রক্তের নমুনা নেওয়া হয়। প্রায় ৫৩ শতাংশ বলেন তারা বক্সার ব্যবহার করেন আর এদের বীর্যর নমুনায় যারা আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের তুলনায় শুক্রাণুর ঘনত্ব ছিল ২৫ শতাংশ বেশি। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, যেসব পুরুষ আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা কম হয়, যা মস্তিষ্কে এই ঘাটতি পুরণের উদ্দেশ্যে ‘এফএসএইচ’ হরমোনের মাত্রা বাড়ানো সংকেত পাঠায়।

গবেষণার প্রধান লেখক, হার্ভার্ড.টি.এইচ.চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ’য়ের গবেষক লিডিয়া মিঙ্গুয়েজ অ্যালারকন বলেন, ‘‘আমাদের গবেষণার পরামর্শ হল পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলে সন্তান গ্রহণের সীদ্ধান্ত নেবেন তখন তার উচিত এই সহজ পরিবর্তনটা তার জীবনে বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ আঁটসাঁট অন্তর্বাস ছেড়ে ঢিলেঢালা অন্তর্বাস ব্যবহার শুরু করা।’’

# পুরুষের যেসব অদ্ভূত বিষয় নারীর কাছে আকর্ষণীয়

সবার মাঝ থেকে নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে ও নারীদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাধারণ কিছু বিষয় মাথায় রাখুন।

সবার পছন্দ এক নয়। তবে সৃষ্টিছাড়া জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকেই। আর এই ধারণার উপর

ভিত্তি করে বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে জানা গেছে পুরুষের কিছু অদ্ভুত বিষয়ের দিকে নারী আকর্ষণ কাজ করে।

সম্পর্কবিষয়ক ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কয়েকটি বিষয় এখানে দেওয়া হল।

এসব বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক। যেগুলো প্রাকৃতিক নয়, মানে নিজেই করতে পারবেন সেগুলো মাথায় রাখলে অনেকের মাঝে থেকেও নিজেকে নারীদের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়ত বিফলে যাবে না।

চোখের বড় পাপড়ি: যেসব ছেলের চোখের পাপড়ি বড় তাদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ বেশি থাকে। যে কোনো নির্দিষ্ট একটা কোণ থেকেই মেয়েরা ছেলেদের চোখের প্রেমে পড়ে যায়। মাস্কারা ছাড়াই চোখের পাপড়ির এই সৌন্দর্যের প্রেমে পড়া দোষের কিছু না।

চশমা: ছেলেরা চশমা পরলে অনেক বেশি আবেদনময় লাগে। তাই চশমা পরা ছেলেদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ বরাবরই বেশি।

দাগ বা ক্ষত চিহ্ন: ছেলের মুখে কোন ক্ষত বা কাটা দাগ থাকলে তা নারীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। তাছাড়া এই ধরনের দাগের পেছনে কোনো না কোনো ঘটনা থাকে যা নারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পা: পুরুষের পায়ের সৌন্দর্য তাৎক্ষনিকভাবে নারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই পা ভালো রাখা ও এর যত্ন করা আবশ্যক।

ঘুম ঘুম কণ্ঠ: ঘুমের মধ্যে কথা বললে ছেলেদের কণ্ঠস্বর অনেক গম্ভীর ও

# টেস্টোস্টেরন বাড়ায় যেসব খাবার

এই হরমোনের ঘাটতি হলে পুরুষের শরীরের নানান রকম সমস্যা হতে পারে।

বয়স ত্রিশ পেরোনোর পর পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমতে শুরু করে। ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের পাশাপাশি কামবাসনা কমে যাওয়া, লিঙ্গোত্থানে সমস্যা, খারাপ মেজাজসহ মনোযোগের অভাব দেখা দেয়।

তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কিছু খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলেই উপকৃত হওয়া যায়।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে এমনই কিছু খাবারের নাম উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদনে ওই খাবারগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

**মধু**

মধুতে আছে প্রাকৃতিক নিরাময়কারী উপাদান বোরোন। এই খনিজ উপাদান টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে এবং নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা ঠিক রাখে। যা ধমনী সম্প্রসারণ করে লিঙ্গোত্থানে শক্তি সঞ্চার করে।

**বাঁধাকপি**

এই সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। আরও আছে ইনডোল থ্রি-কার্বিনল। এই উপাদান স্ত্রী হরমোন ওয়েস্ট্রজেনের পরিমাণ কমিয়ে টেস্টোস্টেরন বেশি কার্যকর করে তোলে।

**রসুন**

রসুনের আলিসিন যৌগ মানসিক চাপের হরমোন করটিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ফলে টেস্টোস্টেরন ভালোমতো কাজ করে। ভালো ফল পেতে রসুন কাঁচা খাওয়ার অভ্যেস করুন।

**ডিম**

ডিমে আছে স্যাচারেইটেড ফ্যাট, ওমেগা থ্রিএস, ভিটামিন ডি, কলেস্টেরল এবং প্রোটিন। টেস্টোস্টেরন হরমোন তৈরির জন্য এই উপাদানগুলো জরুরি।

**কলা**

এই ফলের ব্রোমেলেইন এনজাইম টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। আর দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি সরবরাহের উৎস হিসেবে কাজ করে।

**কাঠবাদাম**

নারী এবং পুরুষ উভয়ের ‘সেক্স ড্রাইভ’য়ের জন্য প্রতিদিন এক মুঠ কাঠবাদাম যথেষ্ট। এই বাদামে রয়েছে জিঙ্ক যা টেস্টোস্টেরন হরমোন বাড়ায় আর কামবাসনা বৃদ্ধি করে।

**ঝিনুক**

টেস্টোস্টেরন তৈরিতে জিংক গুরুত্বপূর্ণ। ঝিনুকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ উপাদান। যা টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে।

ঝিনুক পছন্দ না, তাহলে বিকল্প হতে পারে চিজ বা পনির। বিশেষ করে সুইস এবং রিকোত্তা চিজ।

**টক ফল**

‘স্ট্রেস হরমোন’ কমানোর পাশাপাশি টকজাতীয় ফলে রয়েছে ভিটামির এ। যা টেস্টোস্টেরন উৎপন্ন করতে প্রয়োজন হয়। এছাড়া ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমায় অর্থাৎ পুরুষ হরমন ভালোমতো কাজ করতে পারে।

**পালংশাক**

এটা প্রমাণিত যে, ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমাতে পারে এই শাক। তাছাড়া আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন সি এবং ই। আর এসবই টেস্টোস্টেরন তৈরির উপাদান।

**আঙুর**

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন একথোক লাল আঙুর খাওয়া গেলে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শুক্রাণুর তৎপতরতা উন্নত করে আর শক্তিশালী করে।

**ডালিম**

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইম্পোটেন্স রিসার্চ থেকে জানা যায় যৌন কর্মে অক্ষম পুরুষদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ যারা প্রতিদিন ডালিমের রস খেয়ে থাকেন তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

**মাংস**

বিশ্বাস করা হয় যারা একেবারেই মাংস খান না তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কম থাকে। তবে অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার আগে সাবধান। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান গরু ও ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি খাবারে প্রচুর স্যাচারেইটেড ফ্যাট থাকে।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শিক্ষামন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

# দক্ষিণ করিমগঞ্জের ধলছড়া জিপিতে বহু ভুয়ো প্রকল্পের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মস্যাৎ, ব্যবস্থা নিতে জেলাশাসককে স্মারকপত্র

নিলামবাজার (অসম), ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজনৈতিক পালা বদল হলেও, দক্ষিণ করিমগঞ্জবাসীর ভাগ্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি। ২০০১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর তদানীন্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদের আমলে দক্ষিণ করিমগঞ্জে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছিলও। আর সেই দুর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে দক্ষিণের জনগণ, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সিংহভাগ ভোটার ২০১৬ সালের নির্বাচনে এআইইউডিএফ দলের প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। বিজেপি প্রার্থী শিপ্রা গুন ময়দানে থাকা সত্ত্বেও গেরুয়া দলের চিরাচরিত হিন্দু ভোটের সিংহভাগ ভোট আজিজের পক্ষে পড়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, দুর্নীতিবাজ সিদ্দেক আহমদের অপশাসন থেকে মুক্তি।

কিন্তু শিপ্রাকে বঞ্চিত করে হিন্দু ভোটের বিরাট অংশ আজিজের পক্ষালম্বন করেও দক্ষিণ করিমগঞ্জকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারেননি। এক দুর্নীতিবাজকে সরিয়ে আরেক দুর্নীতিবাজের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া আর কোনও কাজ হয়নি বলে কেন্দ্রের সচেতন নাগরিকগণ বর্তমান বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ খাড়া করেন। বিধায়ক তহবিলের কোনও কাজের নিদর্শন সমগ্র কেন্দ্রের কোথাও দূরবিন দিয়ে খোঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। গত পাঁচ বছর থেকে বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের পাহাড় জমে উঠেছে। তাঁরই নেতৃত্বে দক্ষিণ করিমগঞ্জের অন্তর্গত প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-তে চলছে লাগামছাড়া দুর্নীতি।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিভিন্ন জিপি-র জনগণ অভিযোগ করে বলেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জের এমন কোনও পঞ্চায়েত নেই যেখানে দুর্নীতি সংগঠিত হয়নি। চতুর্দশ অর্থ কমিশন থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ সরকারি প্রতিটি প্রকল্পে চলছে লাগামহীন দুর্নীতি। আর এ-সব দুর্নীতিতে বিধায়ক আজিজ আহমেদ প্রচ্ছন্ন মদত জুগিয়ে যাচ্ছেন, সরাসরি অভিযোগ বিভিন্ন জিপির জনগণের।

অভিযোগাকীদের দাবি, দক্ষিণ করিমগঞ্জের ধলছড়া জিপিতে একাধিক ভুয়ো প্রকল্পের নামে এমজিএনরেগার লক্ষ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন হয়েছে। এ-ব্যাপারে বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের নীরবতা নিয়েও এলাকার জনমনে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। কাজের তদন্ত দাবি করে স্থানীয়রা জেলাশাসক আনবামুথান এমপির কাছে একটি স্মারকপত্র তুলে দিয়েছেন। প্রদত্ত স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনও কাজ না করে টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনায় যোগসাজশ রয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের। ম্যাজিস্ট্রেট স্তরে তদন্তের মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্থ বিভাগীয় অধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবসার দাবি জানানো হয়েছে স্মারকপত্রের মাধ্যমে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ধলছড়া জিপিতে এমজিএনরেগার ভুয়ো প্রকল্পের নামে মোটা অঙ্কের টাকা লুটের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এ ব্যাপারে মর্মে সানীয়দের লিখিত নালিশ গড়িয়েছে করিমগঞ্জ জেলাশাসকের দরবারে। এর প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে স্থানীয় সার্কল অফিসার, জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসার সহ সংশ্লিষ্ট বিডিওকে। ধলছড়া জিপি-র সচেতন নাগরিকদের মধ্যে আব্দুল বাসিত, খয়ের উদ্দিন, ফজলুল হক, আলতাফ উদ্দিন, জামাল উদ্দিন, ফকর উদ্দিন, জাকারিয়া আহমদ, একলাস উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন প্রমুখের স্বাক্ষর সংবলিত জেলাশাসককে প্রদত্ত স্মারকপত্রে উল্লেখিত অভিযোগ মতে, এমজিএনরেগার ২০২০-২১ তহবিল থেকে জিপি এলাকার ওয়ার্ড নম্বর ২-এ এমআই বাঁধ, উত্তর কেউটি পূর্ত সড়ক থেকে খয়ের উদ্দিনের বাড়ি ভায়া ফকর উদ্দিনের বাড়ির নামে ৫ লক্ষাধিক টাকা মঞ্জুর হলেও সড়ক নির্মাণের নামে এক টাকারও কাজ করা হয়নি। অথচ জানা গেছে, গ্রামীণ এই সড়ক নির্মাণের নামে মঞ্জুরকৃত ৫ লক্ষাধিক টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।অনুরূপভাবে একই জিপির ঈদগাহবিল থেকে নেফাতুলা পর্যন্ত নালা সাফাইয়ের নামে ২ লক্ষ ৩০ হাজার, উত্তরকেউটি পূর্ত সড়কের সেতু থেকে নেফাতুলা পর্যন্ত নালা সাফাইয়ের নামে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা এবং লামারগ্রাম মসজিদ থেকে নেফাতুলা খাল পর্যন্ত নালা খননের নামে আরও ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ছাড়াও একাধিক ভুয়ো প্রকল্পের নামে সরকারি বরাদ্দ গ্রামোন্নয়নের কম করেও ২৫ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এই বিশাল পরিমাণ সরকারি অর্থ কেলেঙ্কারির সঙ্গে সরাসরি জিপির দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বাস্তুকার চম্পা দে এবং জিপিআরএস মনোজ কর দে-র সরাসরি হাত রয়েছে, স্মারকপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে।

তাঁরা বলেছেন, গোটা এলাকার জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে বাস্তকার ও জিআরএসের মদতে বড়মাপের এই আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে সানীয় চার দালালের। উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবসা গ্রহণের দাবি তুলেছেন সীমান্ত ঘেঁষা ধলছড়া জিপির ভুক্তভোগী ক্ষুব্ধ জনগণ।

## সক্রিয় রোগী কমে ২.৩৯ শতাংশ, ভারতে ১৭.৪৮ কোটি করোনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীর সংখ্যা আরও নিম্নমুখী। একইসঙ্গে ভারতে করোনা পরীক্ষা গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল ১৭.৪৮ কোটির। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৬.১৬ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা টেস্টের সংখ্যা ১৭,৪৮,৯৯,৭৮৩তেএ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯.৫৮লক্ষ করোনা স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ জানুয়ারি (শনিবার সারা দিনে) ভারতে ৯,৫৮,১২৫টি করোনা স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে সামগ্রিক সুস্থতার হার প্রতিদিনই বাড়ছে। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ২.৩৯ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪৯,৪৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২১৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৯,২৭,৩১০ জন (৯৬.১৬ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ২২০ জন করোনা-রোগী।

## দিল্লির করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে : সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): দিল্লিতে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রবিবার সকালে এ কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। এদিন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, বর্তমানে দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত ৪৯৪। গতবছরের ১৭ মের তুলনায় এটি হচ্ছে সর্বনিম্ন। যদিও পজিটিভিটি রেট ০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ দিল্লিতে প্রতি হাজার জনে মাত্র ৭ জন আক্রান্ত। করোনা পরীক্ষার কাজ গোটা রাজধানীজুড়ে পুরোদমে চলছে।

দিল্লিতে করোনা প্রতিষেধক দেওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বিভিন্ন দফায় ভাগ করে প্রতিষেধক জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হবে। প্রথম দফায় স্বাস্থ্যকর্মী এবং ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের করোনার প্রতিষেধক দেওয়া হবে। দিল্লিতে প্রায় তিন লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে। অনলাইন ওয়ার্কার এর সংখ্যা ছয় লক্ষ। শনিবার পর্যন্ত দিল্লিজুড়ে প্রতিষেধকের ড্রাই রান চলেছে। প্রায় এক হাজার কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে প্রতিষেধক দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে ৫০০ থেকে ৬০০ কেন্দ্র প্রথম দফায় ব্যবহার করা হবে।

## হাওড়ায় উদ্ধার হওয়া বস্তাবন্দি দেহ-রহস্যের কিনারা করল পুলিশ

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ( হি স): একদিকে করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। তারই মাঝে শনিবার হাওড়ার ঘাটে ভেসে আসা এক বস্তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় ছড়ায় এলাকায়। বস্তা খুলতেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এক মৃতদেহ। রবিবার সকালে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ ও মালিপাচঁঘরা থানার পুলিশ একত্রে তদন্তে নামে। তদন্তে নেমেই বস্তাবন্দি দেহ-রহস্যের কিনারা করল পুলিশ। পুলিশ জেনেছে মৃত ব্যক্তি বছর ৪৫ - র শ্রবণ গুপ্তা । স্ত্রীর পরকীয়ার জেরে ওই ব্যক্তিকে খুন হতে হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ।

শনিবার সকাল হাওড়ার চালপট্টি ঘাটের কাছে একটি বস্তা ভেসে আসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারাই। এরপরেই বস্তার মুখ খুলতেই চোখ কপালে ওঠে। লক্ষ্য করা যায় বস্তার ভেতরে রয়েছে একটি মৃতদেহ। এরপরে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ ঘটনস্থলে এসে প্রাথমিক তদন্ত করে জানিয়েছে, ওই ব্যাক্তিকে কেউ খুন করেই বস্তায় ভরে ফেলে দিয়ে গেছে। এরপরেই মৃত ব্যক্তির ছবি পাঠিয়ে শনাক্তের কাজ শুরু করে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। এরপরেই রবিবার সকালে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ ও মালিপাচঁঘরা থানার পুলিস একত্রে তদন্তে নামে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানতে পারে পুলিশ। জানা যায় মৃত ওই ব্যক্তি বছর ৪৫ - র শ্রবণ গুপ্তা নামে ওই ব্যক্তি কুলি লাইন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তারপরেই ওই ব্যক্তির পরিবারের লোকেদের সাথে কথা বলতেই জানা যায় শ্রবণ গুপ্তা নামে মৃত ওই ব্যক্তির মৃত্যুর আসল কারণ। রবিবার হাওড়া পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির স্ত্রী পিঙ্কির সঙ্গে এক বছর ধরে অবৈধ সম্পর্ক ছিল গোলাবাড়ি এলাকার অমন সিং নামে যুবকের সঙ্গে। তারা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা জানতে পারলেই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয় তার স্ত্রীর। এরপরে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও তার প্রেমিক মিলে মৃত ব্যক্তিকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়ির মধ্যেই শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় ওই ব্যক্তিকে। পরকীয়ার জেরে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ।

## কাঁথিতে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা অভিযুক্ত তৃণমূল

কাঁথি, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাঁথিতে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা কাঁথি ২ নম্বর ব্লকের ঢোলমারি এলাকায়।

জানা গেছে রবিবার শুভেন্দু অধিকারীর কাঁথির সভায় যোগ দিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী সমর্থকরা আসছিল। অভিযোগ, ঢোলমারি এলাকায় তেমনই কর্মীবোঝাই একটি বাসে হামলা চলে বলে অভিযোগ। আচমকাই জনা তিরিশেক যুবক বাঁশ, লাঠি, লোহার রড নিয়ে চড়াও হয়। দেদার ভাঙচুর চালায় বাসে। ঘটনাস্থল থেকে ফোনেই পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়।

কনিষ্ক পণ্ডা বলেন, "হামলা করে, ধমক ও চমকে শুভেন্দুকে আটকানো যাবে না।" হুঁশিয়ারি দেন, "সব হিসেব আমরা লিখে রাখছি, সময় হলে বুঝে নেওয়া হবে।"

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এর পিছনে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে খাঁড়া করেছেন। দেশপ্রাণ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তরুণ জানা বলেন, "পুরনো বিজেপি ও নব বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ঝামেলা তৃণমূলের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে।"

## দক্ষিণ কাশ্মীরে জঙ্গিদের সহায়ক গ্রেফতার

শ্রীনগর, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিদের সহায়ককে (ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার) গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার পুলিশের তরফ থেকে একথা জানানো হয়েছে।

গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে ইয়ারিপোড়ায় যৌথ অভিযান চালায় ৩৪ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের জওয়ানরা। সেখান থেকে জারুর আহমেদ ভাট নামে এক ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কারকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, আপত্তিজনক কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

## রবিবাসরীয় সকালে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হল মধ্যপ্রদেশ

ভোপাল, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): রবিবাসরীয় সকালে মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সিং চৌহানের সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হল। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই অনুগামী তুলশীরাম সিলাওয়াত এবং গোবিন্দ সিং রাজপুতকে মন্ত্রিসভায় যুক্ত করা হল। নবনিযুক্ত এই দুই মন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল আনন্দিবেন মফত ভাই প্যাটেল।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রাজধানী ভোপালের রাজভবনে শপথ বাক্য পাঠ এর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের মন্ত্রিসভায় সর্বোচ্চ ৩৫ জন মন্ত্রীকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভায় ২৩ জন ক্যাবিনেট মর্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রী এবং সাত জন রাষ্ট্রমন্ত্রী রয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে তুলশীরাম সিলাওয়াত হচ্ছেন সানওয়ার এবং গোবিন্দ সিং রাজপুত হচ্ছেন সুরখির বিধায়ক।

## ৩১ জানুয়ারির পর তৃণমূলের বিধায়কদের খুজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ : সুনীল মন্ডল

দুর্গাপুর, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): " ধৈর্য ধরুন। ৩১ জানুয়ারি যা ঘটবে। তৃণমূলের বিধায়কদের খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ১৬-১৭ জন সাংসদ বিজেপিতে আসছে। বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী পাবে কি না সন্দেহ।" রবিবার বিজেপিতে যোগদানের পর প্রথম কাঁকসার বাড়ীতে এসে এমনই তোপ দাগলেন সাংসদ সুনীল মন্ডল।

প্রসঙ্গত, মাসখানেক আগে পুর্ব বর্ধমানের সাংসদ সুনীল মন্ডল তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। যোগদানের পর কোলকতায় বিজেপির কার্যলয়ে সম্বর্ধনা সভায় যোগদানের আগে তাঁর গাড়ীতে হামলা হয় বলে অভিযোগ। রবিবার বিজেপিতে যোগদানের পর কাঁকাসার বাড়িতে ফেরেন সাংসদ সুনীল মন্ডল। এদিন সকালে পানাগড় বাজারে চা পে চর্চা কর্মসূচীতে যোগদান করেন। তারপর নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। এদিন আগাগোড়া তিনি তৃণমূল ও আই প্যাক কে আক্রমন করেন। তিনি বলেন,' বাঙ্গালীর আত্মমর্যদা আইপ্যাকের কাছে বিসর্জন দিয়েছে তৃণমূল। তাই বাংলার ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিকে ফেরাতে দলত্যাগ করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছি।'

উল্লেখ্য, শনিবার পান্ডবেশ্বরে একটি কর্মসূচীতে যোগদিতে এসে তৃণমূলের নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য "ভোতা অস্ত্র" বলে কটাক্ষ করেন। তার পাল্টা জবাবে সুনীল মন্ডল বলেন,' ভোতা অস্ত্র মেনে নিলাম। তাহলে আমাকে আটকানো হচ্ছে কেন? কেন আমার গাড়ীতে হামলা হল? কেন বন্দুক অস্ত্র বের করছেন? কেন তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হল?' তিনি বলেন, ' ধৈর্য ধরুন। ৩১ জানুয়ারি যা ঘটবে। তৃণমূলের বিধায়কদের খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ১৬-১৭ জন সাংসদ বিজেপিতে আসছে। সংখ্যা লঘু হয়ে যাবে তৃণমূল।বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী পাবে কি না সন্দেহ। তৃণমূল তৃতীয় স্থান পাবে কিনা সন্দেহ।' এদিন তিনি দাবী করে বলেন,' ১৯৭৭ সালের পর বাংলায় ও কেন্দ্রে একই সরকার হতে চলেছে।' সুনীল মন্ডলের মন্তব্য প্রতিক্রিয়ায় এদিন দুর্গাপুরে একটি দলীয় জনসভায় যোগ দিতে এসে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন,' ওটা একটা "পাগল"।'

## পূর্ব মেদিনীপুর জেলা যুব তৃণমূল নেতৃত্বে একাধিক রদবদল

মেদিনীপুর, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): একাধিক রদবদল করা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা যুব তৃণমূল নেতৃত্বে। জেলার যুব সভাপতি করা হয়েছে রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরির ছেলে সুপ্রকাশ গিরিকে।

রাজ্যের যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলা-সহ ব্লক স্তরে একাধিক রদবদল করা হয়েছে । রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরির ছেলে সুপ্রকাশ গিরিকে জেলার যুব সভাপতি করার পাশাপাশি পরিবর্তন করা হয়েছে কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম -১ও ২, ভগবানপুর, খেজুরি, কন্টাই ১ ও ২ ব্লকের তৃণমূল যুব সভাপতি ও সহ-সভাপতির পদাধিকারিকদের। বাকি ব্লকগুলিতেও পরিবর্তন করা হবে কিছুদিনের মধ্যেই। এই রদবদলের পর রবিবার তমলুকের শিক্ষা ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন নবনিযুক্ত জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি।

তিনি বলেন, দলকে শক্তিশালী ও চাঙ্গা করতে এবং একুশের বিধানসভা ভোটে দীর্ঘ লড়াইয়ের জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে এই পরিবর্তন। সুপ্রকাশ মুখে না বললেও শুভেন্দু দলত্যাগের পর শুভেন্দু ঘনিষ্ঠদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই যে এই পরিবর্তন, সে ব্যাপারে নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল। কারণ, বেশ কিছু ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে আগে থেকেই শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

এ প্রশ্নের উত্তরে নতুন সভাপতি বক্তব্য, ছয়ের পাতায়

## প্রয়াত স্কুল শিক্ষক পাথারকান্দির প্রাক্তন বিধায়ক-পুত্র সরোজ তেওয়ারি, শোক নানা মহলের

বাজারিছড়া (অসম), ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : অকালে প্রষাত হয়েছেন করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ইচাবিলের স্কুল শিক্ষক সরোজকুমার তিওয়ারি। শনিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকলিঘাটেঅবস্থিত নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলে রবিবার প্রয়াতের পাঃরিবারিক সূত্রে জানা গেছে। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। সরোজকুমার তিওয়ারি পাথারকান্দির প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক প্রয়াত মধুসূদন তিওয়ারির দ্বিতীয় ছেলে।

প্রয়াত সরোজ তিওয়ারি শিক্ষকতার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন জনমুখি কাজের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। অত্যন্ত ভদ্র ও নম্রতার জন্য তিনি এলাকার সর্বস্তরের জনগণের কাছে প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁরা চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও তিন কন্যা সহ অসংখ্য গুনমুগ্ধকে রেখে গেছেন তিওয়ারি। সরোজকুমারের অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কলকলিঘাট, তাঁর কর্মক্ষত্র ইচাবিল সহ এলাকা জুড়ে।

সরোজকুমার তিওয়ারির মৃত্যুরতে গভীর শোক ও শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন এলাকার বিভিন্ন বিশিষ্টজনের পাশাপাশি বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়ক যথাক্রমে কৃষ্ণেন্দু পাল এবং মণিলাল গোয়ালা, যুবকংগ্রেস নেতা শচিন সাহু এবং বৃহত্তর পাথারকান্দি কর্মরত সাংবাদিক সংস্থার কর্মকর্তারা।

## ঝাড়গ্রামের সভা থেকে তৃণমূল নেত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী

ঝাড়গ্রাম, ৩ জানুয়ারি ( হি. স.): বিজেপির যোগদান মেলা সভা মঞ্চ থেকে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে তৃণমূল নেত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন। রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের মহাপাল এলাকায় এই যোগদান মেলায় যোগদিতে এসেছিলেন তিনি। শুভেন্দু বাবু বলেন " আমাকে বলছে ডিল হয়েছে। আমি বলছি বিজেপির সাথে ডিল করেছি প্রতিবছর এসএসসি হবে, কলেজ সার্ভিস পরীক্ষা হবে, টেট হবে, পিএসসির খাতা বদল হবে না।" তৃণমূলে নেতাদের আক্রমন করে বলেন " পঞ্চু বাবুদের পাকা বাড়ি হয়েছে গাড়ি হয়েছে।" এছাড়াও তিনি বলেন "দক্ষিন কলকাতায় দু জনের কম্পানি চলছে। পিসি আর ভাইপোর কম্পানিকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। সেই কম্পানি আমাদেরকে আজকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অপমান করেছে। এই অপমান শুধু আমার নয়। সমগ্র গ্রাম বাংলার, জেলার অপমান। " বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সম্পর্কে বলেন "গত লোকসভা নির্বাচনে যেমন নিজে জিতে ছিলেন তেমন আঠেরোটি আসনে জয় যুক্ত করে প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করেছিলেন।" তিনি বলেন " আমার শপথ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তোলাবাজ ভাইপো পার্টিকে হারাতে হবে। জঙ্গলমহলে তৃণমূলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি কি করেছি তা আপনারা সবাই জানেন। ২০১০ সালে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি ঘুরে বেড়িয়েছি জঙ্গলমহলে। তখন যে অত্যাচার করা হত হার্মাদ বাহিনী এবং যৌথ বাহিনীর নাম করে তা আপনরা নিশ্চয় ভুলে যান নি।আদিবাসী মানুষ হওয়ায় মাওবাদী তকমা দিয়ে আপনাদের উপর কিরকম অত্যাচার করে গিয়েছে তারা। আমি আর দিলীপদা হাত মিলিয়েছি। বাংলায় পদ্মফুল ফুটবে। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার চলবে। রাজ্য তৃণমূল সরকারে পরিবর্তন করে বিজেপি সরকার আনতে হবে।"

এদিন তৃণমূল নেতাদের নিকৃষ্ট মানের বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন"আইসিডিএসে কর্মী নিয়োগে বাড়ির লোকেদের ছাড়া অন্যদের নিয়োগ করেনি তৃণমূল। তোলবাজ ভাইপো বললে রেগে যাচ্ছে। আজকে এনামুল হচ্ছে তৃণমূল আর গরু পাচারকারী।" এছাড়াও তার অভিযোগ পুলিশকে ব্যবহার করে পদ্মফুল ছাপ দেওয়া ব্যালট গুলোকে জোড়াফুল বলে চালিয়ে জেলা পরিষদ দখল করেছিল তৃণমূল।"

তিনি বলেন "আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজে টাকা চোর শৌচাগারের ঘর হাওয়া করে দেওয়া তৃণমূলকে হাওয়া করে দিতে হবে।"

তার সাথে কেন্দ্রীয় প্রকল্প গুলি রাজ্য নিজের নামে চালাচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। ঝাড়গ্রামের চারটি বিধানসভা আসনে বিজেপি এবার জিতবে বলে তিনি দাবি করেন।

## অবস্থা বিক্ষোভে বসলেন নতুন বাড়ি ছাড়তে নারাজ আলাপিনী মহিলা সমিতির সদস্যরা

শান্তিনিকেতন, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): বিশ্বভারতীর নির্দেশ মেনে নতুন বাড়ি ছাড়তে নারাজ আলাপিনী মহিলা সমিতি। এর প্রতিবাদে রবিবার সকাল থেকে ফের আনন্দ পাঠশালার সামনে অবস্থা বিক্ষোভে বসলেন সমিতির সদস্যরা। এদিকে আলাপিনীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন আশ্রমিক, প্রাক্তনী, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষজন।

যদিও কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, ৪ তারিখে মধ্যে সমিতিকে নতুন বাড়ি ছাড়তে হবে। এ নিয়ে আলাপিনী সমিতির সদস্যরা উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চান। এদিকে, সমিতি আন্দোলনে নামতেই, সমান্তরাল আলাপিনী সমিতি তৈরির উদ্যোগ নিল বিশ্বভারতীর। সেখানে বিশ্বভারতীর কর্মীদের স্ত্রী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা থাকবেন।

সবমিলিয়ে, বিশ্বভারতী বনাম আলাপিনী সমিতির লড়াই আরও তীব্র হচ্ছে বলেই মনে করছেন বোলপুরের সাধারণ মানুষজন।

রবিবার স্বনির্ভরতার উপর আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস। ছবি- নিজস্ব।

# মাওবাদী নেতাদের জেল থেকে ছাড়িয়ে তাদের দিয়ে ভোট জেতার চেষ্টা করছে, তৃণমূলকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

ঝাড়গ্রাম, ৩ জানুয়ারি ( হি. স.): বিজেপির যোগদান মেলা সভা মঞ্চ থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন "বিরসা মুন্ডার মুর্তি নিয়ে জঙ্গমহলকে অপমান কেরেছে। মাওবাদী নেতাদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনা হচ্ছে। তাদের দিয়ে ভোট জেতার চেষ্টা করছে তৃণমূল।

রবিবার ঝাড়্গাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের মহাপাল এলাকায় এই যোগদান মেলার সভায় তিনি দাবি করেন, অখন্ড মেদনীপুরে ৩৫টি আসনেই জিতবে বিজেপি। বিজেপি গরীবের সরকার। কেন্দ্রের সরকার গরীব মানুষদের দু টাকা কেজি করে চাল দিচ্ছেন। লকডাউনে কেন্দ্রের দেওয়া রেশনেও কাঠমনি খেয়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী নিজেদের লোকদের দিচ্ছেন আর কেউ পাচ্ছে না। নতুন বছরে করোনার মতোই তৃণমূল চলে যাবে। তৃণমূল সংক্রমক ভাইরাস। মে মাসের পর আর তৃণমূল থাকবে না। ভোটের সময় পুলিশকে বুথের একশো মিটার দূরে বসিয়ে রাখব। ভোট করাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভয়ের কিছু নেই। পুলিশ তৃণমূলের তাবেদার হয়ে কাজ করছে। বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে অকারনে মামলা করছে। ক্ষমতা এলে এক মাসের মধ্যে সব মামলা তুলে নেব। এই অত্যাচারের প্রতিকার করবে বিজেপি। বিজেপি সরকারে এলে জঙ্গলমহলের যুবকরা চাকরি পাবে।বাংলার যুবকদের আর বাইরে যেতে হবে না।"

# গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হওয়ার আগেই সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তৎপর রাজ্য

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি(হি. স.): আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে গঙ্গাসাগর মেলা। এই মেলা চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। কোভিড পরিস্থিতির কথা ভেবে অন্যান্য বারের মত এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় ভিড় হবে ধরে নিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে রাজ্য ও জেলা প্রশাসন।

নিরাপত্তার দিকে জোর দিয়েই এবার গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন করা হয়েছে। খোলা হয়েছে ১১ টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ও ৮টি সেফ হোম। কোয়ারান্টাইন সেন্টারে থাকছে ৬৪৫ টি এবং সেফ হোমে থাকছে ৬১৫ টি বেড। এছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য থাকছে ৩৮ টি বুথ। সেখানে মোট বেড থাকছে ৬৫৮ টি।

এছাড়াও মেলায় ঢোকার দশটি পয়েন্টে দিনরাত থাকবে করোনা রাপিড টেস্টের ব্যবস্থা। প্রত্যেক পয়েন্টে থাকবে কোভিড ম্যানেজমেন্ট টাস্কফোর্স। গতবারের তুলনায় এবার চিকিৎসকের সংখ্যা দ্বিগুণ ও নার্সের সংখ্যা তিনগুণ বেশি করা হয়েছে। পাশাপাশি কোনও রোগীর প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি, ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, এম আর বাঙ্গুর ও বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রেও ৬ টি করে কবরস্থান ও চুল্লির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বকখালি উন্নয়ন পর্যদ থেকে ২৫০ জন পুরুষ ও মহিলা ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করার জন্য। আবর্জনা সাফাইয়ের জন্য থাকছে ২৮ টি ই রিক্সা। আবর্জনা রাখার জন্য থাকবে ২ হাজারের বেশি ভ্যাট। মজুত আবর্জনার জন্য ২ টি অস্থায়ী কঠিন তরল বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে সাংবাদিকদের সংবর্ধনা ও প্রীতি সম্মাননা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।।** পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা আজ সারা রাজ্যের সাংবাদিকদের সাথে এক সংবর্ধনা ও প্রীতি সম্মাননা অনুষ্ঠানে সামিল হয়। রাজ্যের দায়িত্ববান কর্মঠ সাংবাদিক তথা যারা বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর অতিমারির সময়ে তাদের কর্তব্য নিষ্ঠায় অটল থাকতে গিয়ে কোভিড আক্রান্ত হয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং যারা এই কঠিন সময়ে দিনরাত পরিশ্রম করে সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের প্রত্যেককে আজ পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে কোভিড-১৯ যোদ্ধা হিসেবে সংবর্ধনা ও প্রীতি সম্মাননা জানানো হয়েছে। গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের সামনের সাড়ির যোদ্ধারা করোণা কালেও নিজেদের সাংবাদিকতা পেশার তাগিদে সবসময়ই প্রথম সাড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলেন পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। আজ পর্বোদয় এর পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিকদের সংবর্ধনা প্রীতি সম্মাননা অনুষ্ঠানে পূর্বোদয় সভানেত্রী অলকা সিনহা, সম্পাদিকা নীতি দেব, নর্থ কালার্স পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীব দেব, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রণব সরকার, সহ সাংবাদিকরা ও পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

# জয়দীপের বদলে বাংলা শিবিরে যোগ দেন সৌরাশিস

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): শনিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে জয়দীপ মুখার্জির বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। বিপদের দিনে তাই বন্ধুর সঙ্গেই থেকে যান তিনি। জয়দীপের বদলে মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের জন্য বাংলা শিবিরে যোগ দেন সৌরাশিস লাহিড়ী।

মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের জন্য শনিবারই জৈব সুরক্ষা বলয়ে যাওয়ার কথা ছিল বাংলা দলের ক্রিকেট অপারেশন ম্যানেজার জয়দীপ মুখার্জির। সৌরভের অসুস্থতার খবর শুনে তড়িঘড়ি হাসপাতালে চলে যান জয়দীপ। এরপর শনিবারই সৌরাশিসকে ফোন করেন সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া। রবিবার সকালেই বাংলা শিবিরে যোগ দিতে জৈব সুরক্ষা বলয়ে যান সৌরাশিস।

প্রসঙ্গত, ১০ তারিখ থেকে শুরু সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। বাংলার প্রথম ম্যাচ ওড়িশার বিরুদ্ধে। ওড়িশা ছাড়াও ঝাড়খণ্ড, হায়দরাবাদ, অসম ও তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে খেলবেন অনুষ্টুপরা।

# মা এর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন সৌরভ

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি(হি. স.): আপাতত স্থিতিশীল বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিকেলে ফোনে কথা বললেন মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ছোট ছেলের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হয়েছেন তিনি।

শনিবার সকালে জিম করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বুকে ও পিঠে ব্যাথা অনুভব করায় দ্রুত তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার উডল্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসা করে দেখা যায় তিনটি ধমনীতে ব্লকেজ রয়েছে তার। এরপরেই একটি স্টেন্ট বসানো হয়। আরও দুটি স্টেন্ট বসানো হবে কিনা তা নিয়ে আগামীকাল আলোচনা করা হবে। এখন একটা স্টেন্ট বসানোর আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন তিনি।

গতকাল থেকেই স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও পুত্রবধূ ডোনার কাছ থেকেই ছোটো ছেলের খবর নিয়েছেন তিনি। আর আজ মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন সৌরভ। স্ত্রী ডোনা এবং কন্যা সানা সারারাত হাসপাতালে ছিলেন। সকালে দাদা স্নেহাশিস হাসপাতালে আসেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে বিশদে কথা বলেন। প্রথম দিকে তাঁকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হৃদরোগের খবর জানানো হয় নি। নিয়মিত চিকিৎসার জন্যই তিনি হাসপাতালে গিয়েছেন বলে জানানো হয়েছিল।

স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "সোমবার দেবী শেঠি আসবেন। তারপর বোর্ড গঠিত হবে। ইতিমধ্যে একটি স্টেন্ট বসেছে। আরও দুটো বসানো হবে। সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সোমবারের আলোচনার পর।" ভিনরাজ্যে বিসিসিআই সভাপতিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে কিনা এই প্রসঙ্গে চিকিৎসকদের মতামত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেই জানিয়েছেন

## পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর**

রেখে রাজ্যের জেলা পরিষদ এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই জঙ্গি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।অপহরণ এবং চাঁদা আদায় সহ নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপের লিপ্ত হয়েছে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীরা। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

## মজলিশপুর

● **প্রথম পাতার পর**

বামফ্রন্ট এবং তাদের সহযোগী চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হুংকার জানিয়ে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী ছাত্র যুব সমাজকে আগামী দিন আরও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন।স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎখাত করতে বৃহত্তর আন্দোলন ছাড়া বিকল্প পথ খোলা নেই বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।বিধায়ক বলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছেন সেই লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই ধরনের রেলি এবং প্রতিবাদ বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে হবে।দল এবং সংগঠনকে কোনোভাবেই দুর্বল করতে দেওয়া হবে না বলে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

## ব্যবসায়ীরা

● **প্রথম পাতার পর**

গেছে চোর। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এই চুরির ঘটনায় পরিচিত কেউ জড়িত রয়েছে। পুলিশ চোরকে পাকড়াও করার জন্য সব ধরনের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এ ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।শহরের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ধর্মনগর শহর ও শহরতলীর এলাকায় রাত্রিকালীন পরিচিত হল বাড়ানোর জন্য দাবি করেছেন স্থানীয় জনগণ।

## সোনিয়া গান্ধী

**তিনের পাতার পর**

করে নেওয়া উচিত মোদী সরকারের। এমনটা হলে শীত এবং বৃষ্টির জেরে কৃষকদের মৃত্যু-মিছিল বন্ধ হবে। কৃষি আইন বাতিল করাটা প্রকৃত রাজধর্মের কাজ হবে। এই পদক্ষেপে প্রয়াত কৃষকদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যাবে। দিল্লি সীমান্তে অন্নদাতাদের দুর্ভোগ দেখে সাধারণ দেশবাসীর মতন আমি নিজেও বিচলিত। কৃষি আইন নিয়ে সরকারি উদাসীনতার জেরে এখনও পর্যন্ত ৫০ এর বেশি কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বার দম্ভ নিয়ে চলা সরকার ক্ষমতায় এসেছে। দেশবাসীর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া অন্নদাতাদের দুঃসহ দুর্বিসহ যন্ত্রণা অনুভব করছে না সরকার। একই ইস্যুতে নিন্দায় সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরা।

**দীর্ঘদিন পর সীপাহিজলা পিকনিক স্পটে দেখা গেল লোক সমাগম। প্রচুর সংখ্যক পর্যটকদের ভীড় লক্ষ্য করা গেল রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। চিড়িয়াখানা এবং পিকনিক স্পটের দুটি টিকিট কাউন্টার থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ হয়েছে।পিকনিক স্পটে জায়গা স্বল্পতার কারনে অনেক পর্যটককে অন্যত্র পাড়ি দিতে হয়েছে। ছবি ও তথ্য - হারাধন দেবনাথ।**

## মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

জন্য সম্পতি ভারতীয় ক'ষি গবেষণা পর্ষৎ থেকে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত জেলার ঊনকোটি ভিলেজের চিনিবাগানের প্রবেশ দেববর্মার হাতে দিল্লী থেকে প্রেরিত পুরস্কার, মারক ও শাল তুলে দেন। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন ৩ জনের হাতে আয়ুমান ভারত প্রকল্পের ই-কার্ড, ৪ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় বীমার প্রিমিয়াম সংক্রান্ত কাগজপত্র, কৃষকদের হাতে পাওয়ারটিলার, ধান কাটার মেশিন, ধান মাড়াইয়ের মেশিন সহ কৃষি সহায়ক অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও পাঁচ জন নবম শ্রেণীর ছাত্রীর হাতে বাই সাইকেল তুলে দেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সরকারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মানুষের যে জমায়েত হচ্ছে তাতে মায়েদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে। এখানেও মায়েদের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। তিনি বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার আগে পূর্বতন সরকার এই অঞ্চলের উন্নয়নে কোন কাজ করেনি। এমনকি নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাগুলি থেকেও মানুষকে ব'তি রাখা হয়েছিল। এখন রাজ্যের কৃষকগণ প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি যোজনায় বছরে ছয় হাজার টাকা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনায় মহিলা সুবিধাভোগীদের বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, সৌভাগ্য যোজনায় বিদ্যুৎ সংযোগ, অটল জলধারায় পানীয়জলের সংযোগ পাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির সুবিধা রাজ্যের অন্তিম মানুষের কাছে সরকার পৌঁছে দিচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা এখন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটন শিল্প রোজগার বাড়াতে সহায়ক তাই রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে। ফটিকরায়ের সন্নিকটে বিলাসপুরের বিশাল জলাশয়কে কেন্দ্র করে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেবে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সমাবেশে ফটিকরায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা, মোটরস্ট্যাণ্ড, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি শৌচালয়, বিদ্যৎ সংযোগ, পানীয়জলের উন্নয়ন, বীজ, তিনটি বিদ্যালয়কে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তর, মুখ্যমন্ত্রী সফল বীমা যোজনায় ৩,৫২৯ জন ক'ষকের অন্তর্ভুক্তি সহ যে সকলে ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে তা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার আসার পর আড়াই বছরে মানুষের গড় আয় ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, উত্তর ও ঊনকোটি জেলায় বড় মাত্রায় আগর গাছ রয়েছে। কিন্তু পূর্বতন সরকার আগর গাছকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক ভিত্তিক রোজগার বাড়াবার কোন উদ্যোগ নেয়নি। নতুন সরকার ত্রিপুরায় আসার পর আগর গাছচাষের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। বিদেশে আগর গাছের চাহিদা রয়েছে। আগর গাছ চাষ থেকে আগামীদিনে রোজগারের বড় সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের বিকাশে সরকার আগর চাষের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য এখন নতুন দিশায়, নতুন মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃত উন্নয়নের ফলে ত্রিপুরা এখন বিকাশের পথে হাঁটছে। আগামীদিনে জলপথে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি দেবে ত্রিপুরার আনারস, লেবু সহ কৃষিজাত ফসল। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সাবমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠছে। সেখান থেকে আগামীদিনে আড়াই হাজার মানুষের রোজগারের সুযোগ তৈরি হবে। রাজ্যের বাঁশ বেতের সামগ্রীর বাজার রয়েছে দেশ বিদেশে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার এসব ক্ষেত্রে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের রোজগার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুধাংশু দাস।

## ব্যক্তির

● **প্রথম পাতার পর**

মাটির নিচে চাপা পড়ে বাবুল দেবনাথ নামে ওই শ্রমিক। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী সহ উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। মাটির নিচ থেকে চাপা পড়া ওই শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে বিলোনিয়া থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।এদিকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।কাজ করতে গিয়ে মাটিচাপায় শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে সংসারে বাবুল দেবনাথ ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে।শ্রমিক পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য পরিবার এবং এলাকাবাসীর তরফ থেকে প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

## আক্রান্ত ১৮১৭৭

**আটের পাতার পর**

দেশজুড়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৯৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৩১০। গোটা দেশে করোনা য় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৩ হাজার ২১৮। নিহত ৫১। রাজ্যের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩ হাজার ১৩৭। এখনো পর্যন্ত এখানে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৩৫। নিহত ৪৯ হাজার ৬৩১। আক্রান্তের নিরিখে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কেরল। সেখানে নতুন করে আক্রান্ত ৫ হাজার ৩২৮। নিহত ২১। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪৯৮৫। রাজ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫ হাজার ৩৭৪।

## একাধিক রদবদল

**পাচের পাতার পর**

'দলে স্বতঃস্ফূর্ততা বেড়েছে শুভেন্দু চলে যাওয়াতে। জেলার ১৬টি বিধানসভায় তৃণমূলের কর্মসূচিতে কোন অংশেই খামতি দেখা যায়নি, উল্টে মানুষের ঝোঁক ও স্বতঃস্ফূর্ততা বেড়েছে। আর তা ধরে রাখার জন্যই জেলায় সভা করতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।' কিছুদিনের মধ্যেই জেলায় সভা করবেন অভিষেক। দিনক্ষণ নির্দিষ্ট না হলেও এ সপ্তাহের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে পূর্ব মেদিনীপুরে কবে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে সংগঠনের খোলনলচে বদলে ফেলার সিদ্ধান্তে ফলে সামনের বিধানসভায় কতটা এগিয়ে থাকতে পারবে তৃণমূল, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলের।

## আহত চার

● **প্রথম পাতার পর**

দমদমিয়ায় একটি অলটো গাড়ি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে গাড়ির চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়।ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত গাড়ির চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে গাড়ির চালক চিকিৎসাধীন। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের ২৯ মাইল এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় ফরেস্টার গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ফরেস্টারের নাম নির্মল দাস।জানা গেছে একটি দ্রুতগামী গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়।গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন।ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত ফরেস্টার নির্মল দাসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাইক চালককে বাঁচাতে গিয়ে দ্রুতগতির মারুতি অল্টো গাড়ির ঠাই দোকান ঘরে। গুরুতর আহত বাইক চালক। অল্ট্রো গাড়ির চালক থানার হেফাজতে।ঘটনা চুরাইবাড়ির প্রেমতলা বাজার এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়,আজ উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানা এলাকার প্রেমতলা বাজারে চৌমাথা সড়কে ঘটে গেলো ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা।চুরাইবাড়ি কদমতলা অভিমুখে দ্রুত গতিতে আসা মারুতি অল্টো গাড়ি আসছিলো। কিন্তু প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন চৌমাথায় আসার পর অপরদিক থেকে আসা নম্বরের বাইক ও বাইক চালককে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হাড়িয়ে রাস্তার পাশে দোকান ঘরের ভিতরে ডুকে যায়।আর তাতে পাশে থাকা আরও তিনটি দোকানে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানা গেছে।সাথে বাইক চালক মারুতির অল্প বিস্তর ধাক্কায় কদমতলা চুরাইবাড়ি সড়কের উপর ছিটকে পড়ে। দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত বাইক চালক মিনাজুর হককে অকুস্থল থেকে দমকল কর্মীরা কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু বাইক চালকের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে তাকে কদমতলা থেকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

এদিকে অল্টো গাড়ির চালক অনুপম নাথকে চুরাইড়াড়ি থানার পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে আসে।সাথে পুলিশ দুর্ঘটনা সল থেকে দুর্ঘটনা গ্রস্থ মারুতি অল্ট্রো গাড়ি ও বাইকটিকে চুরাইবাড়ি থানায় নিয়ে এসেছে।

অপরদিকে প্রেমতলা বাজার বাসীর তরফ থেকে প্রমতলা চৌমাথা এলাকায় ট্রাফিক পয়েন্ট বসানোর জোড়ালো দাবি তুলেছেন।সানীয়দের বক্তব্য, বিকেল বেলা প্রেমতলা চৌমাথা এলাকায় মানুষের সমাগম কম থাকে।আর বিকেল বেলা এই ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াতে কোন দোকানি বা পথচারীর প্রানের ক্ষতি না ঘটলেও রাস্তার পাশের ৩/৪ টি দোকানের বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।সানীয়দের অভিযোগ,এর পূর্বেও এই চৌমাথায় বহুবার পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু পরিবহন দপ্তর বা প্রশাসনের কোন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি।আজ বিকেলে আবারো প্রেমতলা চৌমাথায় ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

উল্লেখযোগ্য যে,প্রেমতলা চৌমাথা এলাকার সড়কটি ব্যস্ত বহুল সড়ক। একদিকে প্রেমতলা থেকে কূর্তি ঘেঁষে আসাম সীমান্ত,আরেকদিকে কদমতলা হয়ে ধর্মনগর,চুরাইবাড়ি হয়ে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক আবার ফুলবাড়ি হয়ে ধর্মনগর।তার সাথে ২০৮ নং বিকল্প জাতীয় সড়ক প্রমতলা চৌমাথার সড়ক দিয়ে বয়ে গেছে। সুতরাং প্রমতলা চৌমাথায় অতিসত্বর ট্রাফিক পয়েন্ট না বসালে আগামী দিনে অনেক ভয়ংকর পথ দূর্ঘটনা সংঘটিত হবে।এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর কি ভূমিকা পালন করে।

গতকাল রাত আনুমানিক ১০ ঘটিকায় উদয়পুর বাগমা গ্রামীণ ব্যাংক সংলগ্ন জাতীয় সড়কে ১০২ এম্বুলেন্স সাথে মারুতি ভ্যান গাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন গুরুতর আহত হয়েছেন । ঘটনায় প্রকাশ উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগী নিয়ে আগরতলা জিবি হাসপাতালে যাওয়ার পথে মারুতি ভ্যান সজোরে ধাক্কা দেয় অ্যাম্বুলেন্সকে। এতে মারুতি গাড়ি দুটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। আহত ব্যক্তি প্রানতোষ চক্রবর্তীকে চিকিৎসার জন্য উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান । এদিকে বাগমা ফাঁড়ির ওসি দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে এম্বুলেন্স ও মারুতি গাড়ি দুটি উদ্ধার করে বাগমা পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যান এবং অ্যাম্বুলেন্স চালক ও মারুতি চালককে আটক করে। মারুতি গাড়ির চালকের চোখে ঘুম আসার কারণেই এই দুর্ঘটনা। অন্যদিকে এম্বুলেন্সে থাকা রোগীকে অন্য আরেকটি এম্বুলেন্স দিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলে হাপানিয়া এলাকায় রোগীর মৃত্যু হয় বল সংবাদ সূত্রে জানা যায়। জাতীয় সড়কে ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটায় যাত্রী ও সাধারণ নাগরিকরা গভীর ভাবে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন।

## জানাল 'হু'

● **প্রথম পাতার পর**

চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, বৈজ্ঞানিক, পুলিশ আধিকারিক, সাফাই কর্মী এবং অন্যান্য করোনা যোদ্ধাদের অসাধারণ কর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি। এমন তীব্র প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তারা বহু মানুষের জীবনকে বাঁচিয়েছেন। দেশ চিরকাল আন্তরিকভাবে এদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, এক যুগান্তকারী সাফল্য ভারত পেয়েছে। সেরাম ইনস্টিটিউট এবং ভারত বায়োটেকের প্রতিষেধককে ছাড়পত্র দিয়েছে ডি সি জি আই। ভারতকে গৌরবান্বিত করার জন্য পরিশ্রম এবং প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকদের কুর্নিশ জানাই। করোনা মুক্ত ভারতের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি। দেশের বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নিরাপত্তা রক্ষী এবং অন্যান্য করোনা যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানাই যারা নিরন্তন মানবিকতার প্রতি সেবা বর্ধন করে এসেছে। দেশ চিরকাল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। তাদের সর্ব ত্যাগী সেবা মানুষ মনে রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে অমিত শাহ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব অনেক সময় পার্থক্য গড়ে দেয়। সময়ের চাহিদা মেনে একাধিকবার এর সাক্ষী আমরা থেকেছি। সঙ্কটের মধ্যে উদ্ভাবন করে মানবিকতাকে সেবা করে যেতে চায় নতুন ভারত। ভারতে নির্মিত এই প্রতিষেধক গেম চেঞ্জার হয়ে উঠে আসতে পারে। প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারতকে শক্তি জোগাবে এই উদ্যোগ।

## জনতা

● **প্রথম পাতার পর**

বামুটিয়া এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

াঙ্গন

# যুক্তরাষ্ট্রের ঘুষের অভিযোগ উড়িয়ে দিল কাতার

২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক হতে ঘুষ দিয়েছিল কাতার, যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের আনা এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে দেশটি।

একই অভিযোগ আছে ২০১৮ বিশ্বকাপের আয়োজক রাশিয়ার বিরুদ্ধেও। তবে তারা পাত্তাই দিচ্ছে না আয়োজক নির্বাচনের ভোটে দুর্নীতির অভিযোগকে।

২০১০ সালের ভোটে ২০১৮ বিশ্বকাপের স্বাগতিক স্বত্ব পায় রাশিয়া এবং ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক নির্বাচিত হয় কাতার। তবে এর কিছুদিন পর থেকেই ওই ভোটভুটি নিয়ে সন্দেহ ও দুর্নীতির গুঞ্জন শুরু হয়। গত সোমবার প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনে যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট।

প্রসিকিউটরদের মতে, রাশিয়া ও কাতারের প্রতিনিধিরা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে ভোট আদায়ের জন্য ফিফা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছিল। কাতার বিশ্বকাপের আয়োজক কমিটি (এসসি) এই অভিযোগ জোরালোভাবে উড়িয়ে দিয়েছে।

"বছরের পর বছর ধরে ভুয়া দাবি তোলা হলেও কাতার অনৈতিকভাবে ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজনের স্বত্ব পেয়েছে বা ফিফার কঠোর বিডিংয়ের নিয়ম ভাঙার ফন্দি করেছে, এমন কোনো প্রমাণ কখনও হাজির করা হয়নি।"

২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক নির্ধারণে সকল নিয়ম দৃঢ়ভাবে মানা হয়েছে জানিয়ে কাতারের সুপ্রিম কমিটি ফর ডেলিভারি অ্যান্ড লেগাসি (এসসি) জানিয়েছে, এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং এসব কঠোরভাবে মোকাবেলা করা হবে।

এক বিবৃতিতে ফিফা জানিয়েছে, সব 'অপরাধমূলক অন্যায়ের অভিযোগ' তদন্তের পক্ষে তারা।

"এই অভিযোগপত্রে যে ফুটবল কর্মকর্তাদের কথা বলা হয়েছে, ফিফা এথিকস কমিটি আগেই তাদের আজীবন নিষেধাজ্ঞাসহ বিভিন্ন মেয়াদে নিষিদ্ধ করেছে।"

এর আগে গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে আসা অভিযোগ নিয়ে ফিফা দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিল, এই দুই বিশ্বকাপের আয়োজক নির্বাচনে কোনোরকম দুর্নীতি হয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই অভিযোগ কাতার বিশ্বকাপকে ঘিরে প্রশ্নগুলিকে আরও উচ্চকিত করছে। ২০২২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে হওয়ার কথা রয়েছে আগামী বিশ্বকাপ।

২০১৮ বিশ্বকাপের আয়োজক হওয়ার দৌড়ে রাশিয়ার সঙ্গে ছিল ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম-নেদারল্যান্ডস ও পর্তুগাল-স্পেন। কাতার ছাড়াও ২০২২ বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।

২০১৮ সালে সফল আয়োজনটাই মনে রাখতে বলছে রাশিয়া। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানালেন, যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ নিয়ে ভাবছেই না তারা।

"সম্পূর্ণ আইনগতভাবেই বিশ্বকাপ আয়োজনের স্বত্ব পেয়েছিল রাশিয়া। এখানে কোনো ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার সুযোগ নেই। আমি এটা প্রত্যাখ্যান করছি। রাশিয়া ইতিহাসের সেরা বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে, আমরা এর জন্য গর্বিত।"

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এর অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০১৮ বিশ্বকাপের স্বত্ব নির্বাচনে রাশিয়ার পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য ওই সময়ের ফিফা সহ-সভাপতি জ্যাক ওয়ার্নারকে বিভিন্ন শেল কোম্পানির মাধ্যমে ৫০ লাখ ডলার ঘুষ দেওয়া হয়েছিল।

দীর্ঘদিন ধরে চলা যুক্তরাষ্ট্রের তদন্তে ওয়ার্নারের বিরুদ্ধে নানা সময়ে আরও অনেকগুলো অভিযোগ উঠেছে। নিজের জন্মভূমি ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তিনি। এর আগে ২০১০ বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজনের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্যও ওয়ার্নারকে এক কোটি ডলার ঘুষ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল।

শুরু থেকেই অবশ্য তার বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন ৭৭ বছর বয়সী এই ফুটবল কর্মকর্তা। ওইসময় উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ফুটবল সংস্থা কনকাকাফের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ওয়ার্নার।

ফিফা-২০১০ নির্বাহী কমিটির দক্ষিণ আমেরিকার তিন সদস্যের বিরুদ্ধেও ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে। ব্রাজিলের রিকার্দো তেইসেইরা, প্যারাগুয়ের নিকোলাস লেওস ও এই ষড়যন্ত্রে সাহায্যকারী (নাম অজানা) ২০২২ বিশ্বকাপের স্বাগতিক নির্বাচনে কাতারকে ভোট দেওয়ার বিনিময়ে নাকি ঘুষ নিয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের দুর্নীতি মামলায় লড়াই করতে থাকা লেওস গৃহবন্দি থাকা অবস্থায় ২০১৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মারা যান। আর তেইসেইরা ২০০৬ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতার মার্কেটিং ও মিডিয়া স্বত্ব পাইয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়ার দায়ে আজীবন নিষিদ্ধ হয়েছেন।

২০১৪ সালে ওই সময়ের সভাপতি জেপ ব্লাটারের সময়ে ফিফা রাশিয়া ও কাতারকে বিশ্বকাপের আয়োজক করা নিয়ে সব রকমের দুর্নীতির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিল।

২০১৫ সালের ২৭ মে জুরিখে দুর্নীতির অভিযোগে ফিফার সাত কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হন। তার দুদিন পর ব্লাটার পঞ্চমবারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হলেও কদিন পরেই ফিফাকে ঘিরে ঘুষ কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির তদন্ত শুরু হওয়ায় পদত্যাগের ঘোষণা দেন ৭৯ বছর বয়সী ব্লাটার। পরে সেসবে জড়িত থাকার অভিযোগে নিষিদ্ধ হন ১৬ বছরের বেশি সংস্থাটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করা এই কর্মকর্তা।

# করোনাভাইরাস: লিগের বিরতিতে 'লাভ' দেখছেন কোচ মামিচ

চোটের হানায় লিগে মাঠেই নামতে পারেননি ফরোয়ার্ড ফাইয়া কোব্বা। ডিফেন্ডার এমরি বাইসেঙ্গে, নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার জামাল ভূইয়াও ছিলেন অনিয়মিত। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিরতি পাওয়ার মধ্যে তাই লাভ দেখছেন সাইফ স্পোর্টিংয়ের কোচ দ্রাগো মামিচ। এই বিরতিতে মূল খেলোয়াড়রা চোট কাটিয়ে ফিরবে, দলও শিরোপা লড়াই শুরু করবে পুরোদমে, এমনটাই আশা করছেন এই ক্রোয়েশিয়ান কোচ।

১৩ দলের মধ্যে লিগ টেবিলে পঞ্চম অবস্থান ঠিক বোঝাতে পারছে না উপরে থাকা দলগুলোকে কতটা চাপে রেখেছে সাইফ। শীর্ষে থাকা দুই দলের পয়েন্ট ১৩ করে। ১২ করে পয়েন্ট পরের দুই দুটির। এর পরই ১১ পয়েন্ট নিয়ে আছে চট্টগ্রামের দল সাইফ।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের ছোবলে গত মার্চের মাঝামাঝি লিগ স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর অনেক বিদেশি কোচ দেশে ফিরলেও মামিচ রয়ে গেছেন বাংলাদেশে। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় ৬৬ বছর বয়সী কোচ জানালেন উদ্বেগ থাকলেও মাঠের ছক কেটে সময় পার হচ্ছে তার।

"ঢাকাতেই আমার অ্যাপার্টমেন্টে স্বেচ্ছা-আইসোলেশনে আছি। সারাক্ষণ ঘরে থাকি; বেশি কিছু করার নেই। আমাদের গত ছয় ম্যাচের বিশ্লেষণ করছি এবং ভবিষ্যৎ ম্যাচগুলোর ছক কষছি। অন্য কোনো শখ বা অভ্যাস কিছুই নেই। ফুটবল ছাড়া এভাবে থাকাটা আমার জন্য তাই বিরক্তির। আশা করি, দ্রুতই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

"সবাই অবশ্যই করোনাভাইরাস নিয়ে ভীত। এটাকে সহজভাবে নেওয়া যাচ্ছে না। তবে ভাগ্য ভালো যে, ক্রোয়েশিয়াতে আমার সব আত্মীয়-স্বজন ভালো আছে।" ছয় লিগ ম্যাচে সাইফের জয় তিনটি, ড্র দুটি এবং হার একটি। ৮ গোল দিয়ে দলটি হজম করেছে ৫টি। শেষ দুই ম্যাচে শেখ জামাল ধানমণ্ডি ক্লাবের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে। নিচের দিকের দল আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে শুরুতে পিছিয়ে পড়ার পর করেছে ড্র। তবে রক্ষণ নিয়ে দুঃশ্চিন্তার কিছু দেখছেন না আবাহনী লিমিটেডের সাবেক কোচ মামিচ।

"দেখে মনে হচ্ছে রক্ষণ নিয়ে দুর্ভাবনার জায়গা আছে। কিন্তু বিষয়টি আসলে তা নয়। আমাদের চোট সমস্যা ছিল। প্রথমত বিদেশি সেন্টার ফরোয়ার্ড (কোব্বা) একটা ম্যাচও খেলতে পারেনি। সেন্টার-হাফ (এমেরি) শেষ তিনটা এবং অধিনায়ক জামাল দুই ম্যাচ খেলতে পারেনি। আমার কাছে পরিস্থিতির দাবি ছিল ভুল এড়িয়ে ভালো ফলের চেষ্টা করার। চোট না থাকলে, কিছু ভুল শুধরে নিতে পারলে আরও ভালো অবস্থানে থাকতাম আমরা।"

"প্রথম ম্যাচের আগে কোব্বা হাঁটুর চোট কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ট্রান্সফার উইন্ডো শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা অসহায় হয়ে পড়েছিলাম তার জায়গা পূরণ করা নিয়ে। তবে আমাদের দলে অনেক তরুণ খেলোয়াড় আছে। এবং আমরা যে ৮টা গোল করেছি তার মধ্যে ৫টি করেছে স্থানীয়রা, ৩টি বিদেশিরা (এমেরি)।" মামিচের আশা করোনাভাইরাসের থাবা থেকে দ্রুতই মুক্তি মিলবে। ইতি ঘটবে ঘরে বসে থাকা বিরক্তিকর সময়ের। পুরোশক্তির দল নিয়ে তিনিও নামতে পারবেন শিরোপা লড়াই।

"মূল খেলোয়াড়দের চোট আমাদের হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমি খুশি যে কিছু তরুণ খেলোয়াড়কে তুলে আনতে পেরেছি। বিরতিরএই সময়ে ফিটনেসের জন্য ছেলেদের আমি কিছু সরঞ্জাম দিয়েছি। যখন পুরো দলটা পাব, তখন বিপিএলের শীর্ষস্থানের জন্য আমরা লড়াই করতে পারব বলে আমি আশাবাদী।"

# জামিন পেলেন রোনালদিনিয়ো

আপাতত জেল জীবন শেষ হলো রোনালদিনিয়োর। ১৬ লাখ ডলার জমা দিয়ে শর্তসাপেক্ষে কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা ও তার ভাই। তবে বিচারিক কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্যারাগুয়েতেই গৃহবন্দি থাকতে হবে তাদের।

বার্সেলোনা, পিএসজি ও এসি মিলানের সাবেক মিডফিল্ডার রোনালদিনিয়ো ও তার ভাই রবের্তো আসিস গত ৬ মার্চ জাল পাসপোর্ট নিয়ে প্যারাগুয়েতে ঢোকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন।

রোনালদিনিয়ো ও তার ভাই ৩২ দিন জেলে থাকার পর মঙ্গলবার জামিন পান। জামিন নিতে তাদের দিতে হয়েছে ৮ লাখ ডলার করে।

এক ভিডিও বার্তায় জামিনের কথা জানিয়ে বিচারক গুস্তাভো আমারিয়া রোনালদিনিয়োদের আসুনসিওনের চার-তারকা হোটেল পালমারোগায় যাওয়ার অনুমতি দেন। সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন অতিথিরা।

অপরিশোধিত কর এবং ব্রাজিলে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের ফলে হওয়া জরিমানা না দেওয়ায় ২০১৯ সালের জুলাইয়ে রোনালদিনিয়োর ব্রাজিলিয়ান ও স্প্যানিশ পাসপোর্ট জব্দ করার কথা জানা গিয়েছিল।

৩৯ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফুটবল তারকা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য একটি চ্যারিটিতে ও একটি বইয়ের প্রচারণায় অংশ নিতে প্যারাগুয়ে গিয়েছিলেন।

২০০২ সালে ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা এ সুপারস্টারের মোট সম্পদের পরিমাণ ৮ থেকে ১০ কোটি পাউন্ড বলে অনুমান করা হয়।

# নেইমার ফিরলে স্বাগত জানাবেন সুয়ারেস

আগামী মৌসুমে বার্সেলোনায় ফিরবেন নেইমার, যোগ দেবেন লাউতারো মার্তিনেস-এসব গুঞ্জন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এই দুই ফরোয়ার্ড আসলে একাদশে জায়গা পেতে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে লুইস সুয়ারেসকে। তবে এ নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড।

বার্সেলোনা ছেড়ে রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে ২০১৭ সালে পিএসজিতে পাড়ি জমান নেইমার। ফরাসি দলটির হয়ে ঘরোয়া সব শিরোপা জিতলেও সেখানে তার সময় আশানুরূপ ভালো কাটছে না বলে গণমাধ্যমের খবর।

গত মৌমুমের শেষের দিকে পুরনো ঠিকানায় ফেরার ইচ্ছার কথা নিজেই জানিয়েছিলেন নেইমার। কাতালান ক্লাবটিও তাকে ফেরাতে চায়। একই সঙ্গে ইন্টার মিলানের স্ট্রাইকার মার্তিনেসকেও আনার চিন্তাও করছে বার্সেলোনা।

পুরনো সতীর্থ নেইমারকে ফিরে পেতে আগ্রহী সুয়ারেসও। মুন্দো দেপোর্তিভোকে জানিয়েছেন, তার জন্য খোলা আছে দরজা।

"এখনকার খেলোয়াড়দের নিয়ে কথা বলা কঠিন। আজকে বিশ্বের যে পরিস্থিতি, তাতে কে আসতে পারে, বিষয়টা জটিল। কিন্তু আমি বলতে পারি, এই খেলোয়াড়রা কেমন-তারা বড় মাপের খেলোয়াড়।"

"অবশ্যই, নেইমারকে সবাই চেনে এবং ড্রেসিংরুমে তার কদর সম্পর্কে আমরা জানিতার এখনও অনেক দেওয়ার আছে।"

"লাউতারো এমন একজন ফুটবলার যে ইতালিতে বড় খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে। সে একজন 'নাম্বার নাইন', যার মুভমেন্ট অসাধারণ এবং এতে বোঝা যায় যে সে স্ট্রাইকার হিসেবে কতটা দুর্দান্ত।"

নেইমার-মার্তিনেস আসলে দলের শক্তি বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বাস সুয়ারেসের। তৈরি হবে জায়গা ধরে রাখার সুস্থ প্রতিযোগিতা।

# ফুটবলারদের বেতন কাটার বিপক্ষে ক্রুস

করোনাভাইরাসের প্রভাবে খেলা বন্ধ থাকায় ক্লাবগুলো পড়েছে আর্থিক সঙ্কটের মুখে। ধাক্কা কিছুটা সামলে নিতে অধিকাংশ ক্লাব হাঁটছে খেলোয়াড়দের বেতন কাটার পথে। তবে এই নীতির বিপক্ষে টনি ক্রুস।জার্মান এই মিডফিল্ডারের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ খেলোয়াড়দের বেতন কাটার পথে হাঁটবে না বলে এতদিন জানিয়ে আসছিল স্প্যানিশ গণমাধ্যমগুলো। তবে দেশটির রেডিও নেটওয়ার্ক কাদেনা সের বুধবার জানায়, লা লিগা ক্লাবগুলোর মধ্যে আলোচনার পর রিয়ালও বেতন কাটার পথ বেছে নিয়েছে।খেলোয়াড়দের সামনে দুটি বিকল্প রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা-জরুরি অবস্থা কাটার পর পুনরায় খেলা শুরু হলে ১২ শতাংশ বেতন কেটে রাখা হবে, আর খেলা না হলে বেতন কাটা হবে ২০ শতাংশ।

# করোনাভাইরাস: নিয়ম ভেঙে অনুতপ্ত মরিনিয়ো

কদিন আগে কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে কাজ করে বাহবা অর্জন করা জোসে মরিনিয়ো এবার শিরোনাম হলেন নেতিবাচক কাজে। করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সরকার 'সামাজিক-দূরত্ব বজায় রাখা'র যে নীতি গ্রহণ করেছে, তা ভঙ্গ করেছেন টটেনহ্যাম হটস্পারের এই কোচ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্লাবরেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে কেনা ফরাসি মিডফিল্ডার তঁগি দঁম্বেলের সঙ্গে অনুশীলন সেশনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মরিনিয়ো।

আরেক ছবিতে দেখা যাচ্ছে, লন্ডন পার্কেই দুই সতীর্থ দাভিনসন সানচেস ও রায়ান সেসেনিয়ন পাশাপাশি দৌড়াচ্ছেন।

দলের আরেক সদস্য সের্গে অরিয়েরের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আরেকজনের পাশে গা গরম করছেন তিনি।

ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নির্দেশনাগুলোকে মেনে চলার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে 'স্পার্স' নামে পরিচিত ক্লাবটি।

ভুল মেনে নিয়েছেন মরিনিয়ো। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চলার পরামর্শও দিয়েছেন এই পর্তুগিজ কোচ।

"আমি স্বীকার করছি, আমার কাজগুলো সরকার নির্দেশিত নিয়মে হয়নি। আমাদের অবশ্যই কেবল নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকতে হবে।"

# ডাচ লিগ ফেরার সময় নির্ধারণ

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউরোপিয়ান ফুটবল মৌসুম ভেস্তে যাওয়ার শঙ্কা বাড়ছে ক্রমশ। এরই মাঝে নেদারল্যান্ডস ঠিক করেছে তাদের ডাচ লিগ পুনরায় শুরুর সময়।

সরকারের অনুমতি পেলে আগামী ১৯ জুন মাঠে ফিরবে নেদারল্যান্ডসের শীর্ষ লিগ। ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্ত নেয় ডাচ ফুটবল ফেডারেশন। তারা আশা করছে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে তারিখ চূড়ান্ত হবে।

এই প্রথম বড় কোনো ইউরোপিয়ান লিগ পুনরায় শুরুর তারিখ নির্ধারণ করা হলো।

লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আয়াক্সসহ কয়েকটি ক্লাব যদিও লিগ পূর্ণ করার পক্ষে নয়। তবে লিগ কর্তৃপক্ষ বাকি ম্যাচগুলো শেষ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্লাবগুলো অনুশীলনে ফিরবে ১৫ মে। প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট গ্রুপে, এরপর ২৯ মে থেকে হবে পুরো দলের অনুশীলন। ১৯ জুন লিগ শুরু হলে জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চলতি মৌসুম শেষ হয়ে গেলে অগাস্টের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হতে পারে পরের মৌসুম।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

## সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে ফোন প্রধানমন্ত্রীর

কলকাতা,৩ জানুয়ারি ( হি স): অসুস্থ হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কেমন আছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআই সভাপতির স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে রবিবার ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার আচমকা অসুস্থ হয়ে পরেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শনিবার সকাল বেলা জিম করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন দাদা। পিঠে এবং বুকে ব্যথা শুরু হয়। পরেই আচমকা ব্ল্যাক আউট হয়ে পড়ে যান তিনি। এর পরে তাকে তড়িঘড়ি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। শনিবারের তুলনায় রবিবার অনেকটাই সুস্থ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বর্তমান বিসিসিআই প্রেসিডেন্টকে রবিবার ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত নম্বরে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী। সৌরভ বর্তমানে ফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রীর কথা হয়েছে। ডোনার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রায় তিন-চার মিনিট কথা হয়। মহারাজের সুস্থতা কামনা করে তাঁর পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার বিকেলে বেসরকারি হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে আগের থেকে ভালো আছেন সৌরভ। রক্তচাপ পালস রেট স্বাভাবিক ও। খোলা হয়েছে অক্সিজেন সাপোর্ট। এখনই বাইপাস সার্জারির প্রয়োজন নেই। দুপুরের খাওয়ার পর দীর্ঘক্ষন ঘুমিয়েছেন সৌরভ। সকালে পেপার পড়েছেন। বাড়ির চিনি ছাড়া দুধ চা, ব্রেকফাস্টে ছানা, টোস্ট, কর্নফ্লেক্স দেওয়া হয়েছিল সবটাই খেয়েছেন তিনি। শনিবার রাতে ভালো ঘুমিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই চিকিৎসক দেবী শেঠির সঙ্গে কথা হয়েছে হাসপাতলের। প্রয়োজনে দেবী শেঠির নেতৃত্বে মেডিকেল বোর্ড তৈরি হতে পারে।

## ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৮১৭৭

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): ভারতে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১৮ হাজার ১৭৭। নিহত ২১৭ বলে রবিবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক। গোটা দেশে সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ০৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৬৫।

সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ২২০। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৩৫।

ছয়ের পাতায় দেখুন

# আমার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে অভিযোগ আদর্শ দে'র বাবার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ জানুয়ারি।।** আদর্শ মৃত্যু নিয়ে কেউ সঠিক তথ্য দিতে চাইছে না। আমার ছেলে আদর্শকে হত্যা করা হয়েছে। আদর্শ আত্মহত্যা করতে পারে না। আদর্শ মৃত্যু রহস্য উন্মোচন করে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিক সরকার। এর জন্য বিচার বিভাগীয় অফিসিয়ালি তদন্ত চাই। বিলোনিয়া বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি তুলেন কৃতি সন্তান আদর্শ দের পিতা অশোক দে।

বিলোনিয়ার কৃতি সন্তান আদর্শ দে এর মৃত্যুকে হত্যার অভিযোগ এনে , এই মৃত্যুর জন্য বিচার বিভাগীয় অফিসিয়ালি তদন্তের জন্য রবিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত করে এই দাবি করেন আদর্শ দে এর পিতা অশোক দে। এই দিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অশোক দে আরো বলেন , আদর্শ মৃত্যুর খবর পেয়ে এজিএমসিতে যাওয়ার পর কতৃপক্ষ আমাদের সাথে কোন সহযোগিতা করেনি। এখন অব্দি এ ব্যাপারে এজিএমসি কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে যোগাযোগ করেনি। এমনকি পুলিশ প্রশাসনও কোন যোগাযোগ করেনি বলে অভিযোগ করেছেন আদর্শর পিতা। এছাড়া তিনি আরও বলেন এজিএমসির যে কোয়ার্টারে আদর্শ থাকতো তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র এখন অব্দি আমরা পায় নি। যদি পুলিশ সিজার করে থাকে তাহলে তার অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে কেন আর সিজার লিষ্ট কোথায়। যদি আদর্শ দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় এজিএমসি কোয়ার্টার থেকে তাহলে ঝুলন্ত ছবি বা ভিডিও আমাদের সামনে তুলে ধরুক এজিএম সির কর্তৃপক্ষ। আদর্শ মেধার জন্য হত্যা হয়েছে , আদর্শ আত্মহত্যা করতে পারে না। রন্ধে রন্ধে রহস্য রয়েছে আদর্শ মৃত্যু। এর সুষ্ঠ বিচার চেয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি চাইছি। এক প্রকার কান্না ভেজা আধো আধো গলায় এই দাবি আদর্শর পিতার। এই সাংবাদিক সম্মেলনে আদর্শর পিতা অশোক দে সহ মা শুক্লা দে সহ তার অন্যান্য আত্মীয় পরিজনরাও চাইছে আদর্শ এর মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করার দাবি তুলেন।

# ডাক্তারী পড়ুয়া আদর্শ দে'র মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক তরজা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ জানুয়ারি।।** বিলোনিয়ার কৃতি সন্তান আদর্শ দে এর মৃত্যু কান্ড নিয়ে রাজনৈতিক তরজা সহ বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন চলছে। এজিএমসিতে নিজ কোয়ার্টারে আদর্শ রবিবার সকালে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতৃত্বরা বিলোনিয়ার কৃতি সন্তান ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্র আদর্শর মৃত্যু ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করে , বলেন আদর্শ দে শুধু বিলোনিয়ার গৌরব নয় রাজ্যের একজন কৃতি ছাত্র ছিল। ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্র আদর্শর এই করুন মৃত্যু আমরা মানতে পারি না। আদর্শ মৃত্যু কিভাবে হয়েছে সঠিক তথ্য তুলে ধরছে না কতৃপক্ষ এই অভিযোগ তুলে বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরুপ দেব আরো বলেন এখনও পর্যন্ত আদর্শ এর পরিবারের সাথে এজিএমসি কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের কোন মন্ত্রী যোগা করেনি ও রাখেনি। এছাড়া আদর্শ এর মোবাইল ল্যাপটপ কোথায় আছে , কার কাছে আছে পুলিশ উদ্ধার করতে পেরেছে কিনা তাও জানা না আদর্শ পরিবারের লোকেরা। আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চাই এই কৃতি সন্তান আদর্শর মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনের জন্য সরকার যেন বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। মৃত্যুর পেছনে যারা দায়ী থাকবে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি।

কংগ্রেস ভবনে এই দিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরুপ দেব ১০৩২৩ চাকুরী চ্যুত শিক্ষক ঋন গ্রস্ত হয়ে অভাবের তাড়নায় উত্তম ত্রিপুরার মৃত্যুকে প্রসঙ্গ তুলে ধরে সমবেদনা জানিয়ে, বলেন, প্রচন্ড শীতের মধ্যে দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকরা, এর মধ্যে কেউ মারা যাচ্ছে , আত্মহত্যা করছে দেশের মোদীর সরকার যেমন নীরব , তেমনি রাজ্যেও ১০৩২৩ চাকুরী চ্যুত শিক্ষকরা ২৮ দিন ধরে আন্দোলন চালালেও সরকারের কোন হেল দোল নেই। রাজ্য সরকার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি মানবিকতা থাক দুরের কথা খোঁজখবর নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলে আরো বলেন অথচ পরিবার গুলি অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। অবিলম্বে ১০৩২৩ এর প্রতি সরকার যেন অর্ধাহার, অনাহার ও আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে সদর্থক ভূমিকা গ্রহন করার দাবি তুলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরুপ দেব।

# ভারত বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন জয়নগর স্কুলে ভারত বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা।রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা ভারত বিকাশ পরিষদের এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন বর্তমানে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে। রক্তের অভাবে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবার কাজে মারাত্মকভাবে বিঘ্ন ঘটছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভারত বিকাশ পরিষদ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় তিনি উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন।তিনি বলেন রক্ত এমন এক জিনিস যা কোন ল্যাবরেটরীতে তৈরি করা সম্ভব নয়। একমাত্র রক্ত দানের মধ্য দিয়েই রক্তের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।রাজ্যের অন্যান্য ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সামাজিক সংস্থাগুলিকে এই সংকটময় মুহুর্তে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা আহ্বান জানিয়েছেন।

# সাংবাদিকের পিতৃ বিয়োগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** নিউজ টুডে চ্যানেলের সম্পাদক তথা আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য সৌরজিত পালের পিতা সুখেন্দু বিকাশ পাল আজ রবিবার সকালে আইএলএস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বেশ কিছু দিন ধরে বার্ধ্যক জনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিঢ় ৮৭ বছর। তিনি ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত টিসিএস অফিসার। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। উনার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ।

নিউজ টু-ডে চ্যানেলের সম্পাদক তথা ফোরামের (এফডিপিএমসি) অফিস সম্পাদক সৌরজিত পালের পিতা সুখেন্দু বিকাশ পাল আজ রবিবার সকালে রাজ্যের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন। তিনি বেশ কিছু দিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। উনার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব মিডিয়া কমিউনিটির সকল সদস্যবৃন্দ। পাশাপাশি এক শোকবার্তায় ওনার পরিবার-পরিজনদের প্রতি সহমর্মিতা ব্যক্ত করেছে ফোরাম।

# প্রতিটা কৃষকই সত্যাগ্রহী : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে ৩৯ দিন ধরে দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকায় বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে কৃষকরা। কৃষকদের এই আন্দোলনকে মহাত্মা গান্ধীর চম্পারণ আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। দেশ চম্পারণের বিয়োগান্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

হিন্দিতে লেখা নিজের টুইট বার্তায় রাহুল লিখেছেন, দেশ চম্পারণের মতন বিয়োগান্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চলেছে। সেই সময় ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল কৃষকদের। এবার সামনে মোদীর বন্ধুদের কোম্পানি। কিন্তু এই আন্দোলনে প্রতিটা কৃষকই হচ্ছে সত্যাগ্রহী। তারা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করে যাবে। অন্যদিকে কৃষকদের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ৪ জানুয়ারির বৈঠকে কোন সমাধান সূত্র বেরিয়ে না এলে ৬ জানুয়ারি থেকে দেশজুড়ে ট্রাক্টর মিছিল করবে কৃষকরা। আন্দোলনের তীব্রতা আরো ব্যাপক আকার ধারণ।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯১৭ বিহারের চম্পারণে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন কৃষকরা। এদিন নিজের টুইট বার্তায় তারই উল্লেখ করেছেন রাহুল গান্ধী।

রবিবার বড়মুড়ায় ইকো পার্কে জান রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। ছবি-নিজস্ব।

## সৌরভকে যেন মানসিক চাপ দেওয়া না হয়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখে পরামর্শ অশোক ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি(হি. স.): শনিবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আচমকা অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি কলকাতায় আসবেন বলে জানিয়েছিলেন শিলিগুড়ি পৌরসভার বিদায়ী মেয়র তথা বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য। সেইমত রবিবার সকালেই কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন তিনি। দেখা করেছেন উডল্যান্ড হসপিটাল এ গিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এর পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই জানিয়েছেন, সৌরভকে যেন বাড়তি মানসিক চাপ দেওয়া না হয়।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রাজ্যের প্রাক্তন পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের। বেশ কিছুদিন আগেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। নিজেই সেই ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে সাক্ষাতের কথা জানিয়েছিলেন। এমনকি তখন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কে রাজনীতিতে না আসার পরামর্শ দেন অশোকবাবু।

এরপরে এদিন তাকে হাসপাতাল থেকে দেখে বেরিয়ে অশোকবাবু জানান, 'সৌরভের শারীরিক অবস্থা এখন ভাল। আমার একটাই কথা ওর উপর অহেতুক মানসিক চাপ যেন কেউ না দেয়। কখনও কখনও এটা কিন্তু হচ্ছে'। এরপরেই কিছুদিন আগে সৌরভের সঙ্গে তার সাক্ষাতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'ওর বাড়িতে বসেই বলেছিলাম আমি চাই না তুমি কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হও। তোমার যা কাজ তুমি সেটাই কর। তোমার জনপ্রিয়তা সারা ভারতবর্ষে। সেটা কিন্তু ক্রিকেটের মধ্যে দিয়ে। রাজনীতি তোমাকে কিছু দিতে পারবে না, ক্রিকেটই দিতে পারবে।'

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এর সঙ্গে দীর্ঘদিনের হৃদ্যতা অশোক ভট্টাচার্যের। সৌরভের এই প্রিয় "অশোক দা" হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তার উদ্দেশ্যে একটাই পরামর্শ দিয়ে জানিয়েছেন, 'যেভাবেই হোক না কেন আমি বলছি মানসিক চাপ অ্যাভয়েড করতে। অনেকেই আসছেন, অনেকেই বলছেন অনেক কিছু, অনেক শুভাকাঙ্খী দেখছি। কোনও মানসিক চাপ পড়বে এরকম যেন না হয়। এদিকটা আমাদের সকলের খেয়াল রাখা উচিৎ। এখন আমরা সবাই চাই সৌরভ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরুক'।

# কদমতলায় পাচারকালে গবাদী পশু আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানার ইয়াকুব নগর সীমান্তে চারটি গরু আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে পাচারকারীরা ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে গরু বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করছিল। তখনই সীমান্তের টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা এগিয়ে আসে। বিএসএফের জওয়ানরা এগিয়ে আসতে দেখে পাচারকারীরা গরু গুলো ফেলে পালিয়ে যায়।পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর বিএসএফের টহলরত জওয়ানরা চারটি গরু উদ্ধার করে সেখান থেকে নিয়ে আসে। রবিবার সকালে গরু গুলি কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ইয়াকুব নগরে ১৬৬নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা কর্মরত রয়েছে। উল্লেখ্য এর আগেও বেশ কয়েকবার পাচারকালে আটক করতে সক্ষম হয়েছে ইয়াকুব নগর সীমান্ত এলাকায় টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা।এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত পাচারকারীরা গরু এবং নেশাজাতীয় সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করে চলেছে।সীমান্তের টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা তৎপর থাকার কারণে প্রায় সময়ই পাচারকারীদের এ ধরনের পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। বিএসএফ এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে কোন ধরনের পাচাররধে তাদের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার ফলেই এ ধরনের পাচার অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়েছে বলেও বিএসএফ দাবি করেছে। সীমান্ত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী জনগণ বিএসএফের কাছে দাবি জানিয়েছেন তারা যেন সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করে এবং পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে।

# 'যোগী সেনা' গোমতি জেলা কমিটির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ জানুয়ারি।।** আজ অন্তরাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠন ' যোগী সেনা 'গোমতি জেলা কমিটির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রের ২নং কনফারেন্স হলে। রবিবার সকাল ১১টায় উদয়পুর রাজর্ষি হলে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা করেন যোগী সেনার ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি অভিজিৎ দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের গোমতি জেলা প্রভারী পরিমল দেবনাথ, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক সনীব চক্রবর্তী, প্রদেশ সম্পাদক বিশ্বজিত মল্লিক,প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি সমীর বনিক, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রুমা চন্দ পাল সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের ধ্বজা উত্তোলন করা হয়। উল্লেখ্য অন্তরাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠন যোগী সেনা মূলত তিনটি দাবি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষ কে অতি শিঘ্রই হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা, অখণ্ড ভারত কে পূন প্রতিষ্ঠা করা, দেশে এনআরসি চালু করা। এদিনের সাংগঠনিক সভায় গোমতি জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া জেলার সাতটি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি ঘোষণা করা হয়। এদিনের সভায় যোগী সেনার কর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।।

# শালগড়া মন্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** রবিবার উদয়পুর তেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে ৩৩ কাকড়াবন- শালগড়া মন্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্ত দান শিবিরে ২৫ জন যুব কর্মী স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। রক্ত দান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ শ্রীমতি প্রতিমা ভৌমিক। আগামী দিনে এইভাবে রক্তদান করতে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক রক্ত দাতাদের উৎসাহিত করেন। এদিন রক্ত দানের পাশাপাশি চিকিৎসকদের সাথে প্রতিমা ভৌমিক জেলা হাসপাতালে পরিকাঠামোর উন্নতি তথা স্বাস্থ্যপরিসেবা নিয়ে জেলা হাসপাতালে মেডিকেল সুপারেন্টেন্ড কক্ষে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শনের সময় রোগীদের সাথে কথা বলেন। রক্তের সংকট মোচন করার জন্য সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন প্রত্যেক রবিবারে গোমতী জেলা হাসপাতাল বিভিন্ন মণ্ডলের যুব মোর্চা কর্মীরা রক্তদানের আয়োজন করবে। তাছাড়া গোমতী জেলা হাসপাতালে পরিকাঠামোর অবৈজ্ঞানিক ভাবে তৈরি করা হয়েছে সে বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ স্বাস্থ্য দপ্তর চিন্তাভাবনা করছে বলে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান।জেলা হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের বিষয়টিও ভেবে দেখা হচ্ছে বলে সাংবাদিকদের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান।

## সাবিত্রী বাঈ ফুলেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ জগত প্রকাশ নাড্ড ও পীযূষ গোয়েল এর

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): বিশিষ্ট সমাজকর্মী তথা শিক্ষাবিদ সাবিত্রীবাঈ ফুলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

রবিবাসরীয় সকালে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, " ক্রান্তি জ্যোতি " সাবিত্রীবাঈ ফুলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। আধুনিক ভারতের প্রথম শিক্ষক। নারী শিক্ষার অনুপ্রেরণা। সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে এবং নারীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখে গিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাবিত্রীবাঈ ফুলের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা রইল। নারীর ক্ষমতায়ন, আত্মনির্ভরতা, শিক্ষার জন্য তিনি জীবনভর সংগ্রাম করে গিয়েছেন। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তার উদ্যোগ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এনেছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে সাবিত্রীবাঈ ফুলে মহারাষ্ট্রের একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ এবং কবি ছিলেন।

## বৃষ্টিস্নাত রবিবাসরীয় সকালে ঘুম ভাঙল দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): শীতের রবিবাসরীয় সকালে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি দিয়ে ঘুম ভাঙলো দিল্লিবাসীর। এদিনের বৃষ্টিপাত ছিল মাঝারি। আবহাওয়া দফতর থেকে আগেই পূর্বাভাস করা হয়েছিল যে রাজধানীতে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হতে চলেছে। সেই পূর্বাভাসকে সত্যি করেই এদিন বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর দিল্লির পাশাপাশি দক্ষিণ দিল্লির আয়া নগর, ডেরামান্ডি, তুঘলকবাদে বৃষ্টিপাত হয়েছে। এমনকি দিল্লির পার্শবর্তী রাজ্য হরিয়ানার কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে সোমবারেও বৃষ্টিপাত জারি থাকবে। সোমবার দিল্লি, গুরুগ্রাম, ফারুক নগর, খোসলি, মানেসর, সহনা, ফরিদাবাদ, ভিওয়ান্ডি, রেওয়ারি, বাওয়াল, বল্লভগড়, ন্যু, তিজারা হালকা বৃষ্টিপাত হবে। দিল্লিতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে থাকবে ২০ ও ৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রবিবার রক্তদান শিবিরে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি-নিজস্ব।

# করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কিংবদন্তি সঞ্চালক ও সাংবাদিক ল্যারি কিং

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৩ জানুয়ারি (হি. স.): মার্কিন টেলিভিশন জগতের কিংবদন্তি বরিষ্ঠ সঞ্চালক তথা সাংবাদিক ল্যারি কিং করোনায় হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ৮৭ বছর বয়সী ল্যারি কিং এর শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। শনিবার লস এঞ্জেলেসের সিডার- সিনাই মেডিকেল সেন্টার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে বয়স জনিত কারণে একাধিক রোগে জর্জরিত ল্যারির শরীর। এবার করোনার বিরুদ্ধেও তাকে লড়তে হচ্ছে। হাসপাতালে তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হলেও তার শারীরিক অবস্থা সংকটজনক নয়। ফলে এখনই তাকে ভেন্টিলেটরে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৬০ বছরের বর্ণময় সাংবাদিক ও সঞ্চালক জীবনে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন ল্যারি কিং। তার অকাট্য প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হতে হয়েছে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বকে। ২০১৭ সালে তার ফুসফুসে কর্কট ধরা পড়ে। ২০১৯ সালের এপ্রিলে তার হৃদযন্ত্রে এনজিওপ্লাস্টি হয়। তাকে স্ট্রোকেও আক্রান্ত হতে হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।